জয়দ্রথ বধ

নাটক।

শ্রীরামরতন পাঠক প্রণীত।

CALCUTTA :
S. K. LAHIRI & Co.
PUBLISHERS & BOOKSELLERS.
54, College Street.

সন ১৩১২ সাল।

PRINTED BY B. C. SARKAR.
AT THE INDIA PRESS,
7, Moddon Dutt's Lane Bow-bazar.
AND PUBLISHED BY S. K. LAHIRI &
54, College Street, *Calcutta*.

জয়দ্রথ বধ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজ—প্রাসাদের—প্রকোষ্ঠ—মধ্যে অপরাহ্ন

(দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি আসীন)

কর্ণ। প্রভাতে সভাতে এক আইল ব্রাহ্মণ,
বিস্তর বর্ণিল সেই রাজার গোচরে
পাণ্ডব যতেক দুঃখ পায় বনবাসে
আতপ উত্তপ্ত তারা গ্রীষ্মের প্রভাবে,
বৃষ্টি জলে তিতে অঙ্গ বরিষা প্রচণ্ডে,
পরিধান বলকল শীতের বারণ,
অপূর্ণ অভাবে কষ্ট পায় অবিরত ;
দ্যুতিহীন কৃশাঙ্গ যে মলিন বদন।
শুনি অন্ধরাজ সেই দুঃখের বারতা,
তোমা আমা শকুনিরে বহু নিন্দা করি,
দশ মুখে প্রশংসিল পাণ্ডু পুত্রগণে
অবশেষে আত্ম নিন্দে অনুতপ্ত চিত্তে।

শকুনি। পাণ্ডবের কথা শুনি কেন যে বিষণ্ণ
হও তুমি মতিমান্ রাজা দুর্যোধন ?

দুর্য্যোধন। বনবাসী সে পাণ্ডব ; আমি রাজ্যপ্রাপ্ত
—কিন্তু স্মরি পূর্ব্ব কথা হৃদি বিদরয়
বৃথা আমি আজীবন হিংসি হে পাণ্ডবে,
বৃথা চেষ্টা সংসাধিতে পাণ্ডব অহিত;
মম ইষ্টমন্ত্র সেই পাণ্ডব অনিষ্ট,
সদা জপি তবু দৈব অনুকূলে হায় !
প্রতিকূল ফল ফলে যা কভু ভাবিনে।
স্মরি দেখ ভীমের বল যবে বাড়িল
বাল্যে বিনাশিতে তায় খাওয়াইনু বিষ,
তবে ফেলিলাম স্রোতেঃ, না মরিল ভীম,
পেয়ে সুধা ফিরিল সে হস্তী বলে বলী ! !
প্রস্তুতি যৌগৃহ——
ভাবিলাম পোড়াইব সপাণ্ডব কুন্তী।
কিন্তু পুড়িল সে ঘর যবে সে অনলে,
দগ্ধিল সপঞ্চ পুত্র ভিখারিণী এক,
দেখি দগ্ধ মৃত দেহ আনন্দে ভাসিনু,
ভাবিনু পাণ্ডব শূন্য হলো বসুন্ধরা,
জানিনু, অজ্ঞাত তবে, কিবা সুখোদয়,
মধুর কিবা হিংসার চরিতার্থতা।
—কিন্তু হলো ভ্রান্তিদূর পাঞ্চালের দেশে,
লক্ষ্য বিন্ধি পার্থ যবে লভিল দ্রৌপদী ;
কিবা লজ্জা, কি লাঞ্ছনা, অপমান হায় !
সমবেত যত রাজা স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে,
অসহায় একাকী সে পাণ্ডব উদয়ে।
দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড তেজে জ্বলিল হৃদয়ে
হিংসা, দগ্ধ চিত্ত মম সে আগুণে জ্বলি,
ত্যজিলাম ভোগ্য সুখ রাজ ধর্ম্ম তবে,
নিয়োজিলাম ক্ষমতা যা ছিল আমার,

সাধিতে পাণ্ডবাহিত, কিন্তু জ্ঞাতি ভাগে,
পিতৃব্য সন্তান রাজ্য পাইল অবাধে।
ইন্দ্র-প্রস্থে অধিরাজ হ'ল যুধিষ্ঠির,
ময়ে নির্ম্মাইল গৃহ বিচিত্র গঠন,
পাণ্ডব উন্নতি দেখিলাম নিজ চক্ষে;
ঘুরিল মস্তক মোর শূলে বিদ্ধ যথা।
আবার জ্বলিল হৃদি, রাজসূয় যজ্ঞে
বিভাসিল যবে হায় পাণ্ডব সৌভাগ্য;
দানব নির্ম্মিত সেই সভা দেখি হায়!
স্থলে জল ভ্রমে যবে ঘটিল আমার,
হাসিল পাণ্ডব সবে বিদ্রূপি আমায়;
আমি ভ্রান্ত অপ্রতিভ তুচ্ছ সভা মাঝে,
প্রতিজ্ঞা করিনু চিত্তে, জ্বলিয়া হিংসায়
কোন্ ধর্ম্ম ভীরু বল ত্যজিতে সক্ষম
চিত্তের লালসা, ভোগ, অভিলাষ, হিংসা,
অচিরে পাণ্ডব গর্ব্ব যাবে রসাতল

কর্ণ। কিবা দুঃখ আর, এবে হতশ্রী পাণ্ডব,
খদ্যোত পাণ্ডব গর্ব্ব লুপ্ত চূর্ণ এবে
ভাতিত যা চির দীপ্ত দৃঢ় সমুন্নত;
কোথা তাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী, কোথা আজ
ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য ইন্দ্র-প্রস্থ,
খচিত মণিমাণিক্যে ময় সভা কোথা;
সকলই হে মহারাজ তব ভোগ্য এবে।

দুর্য্যোধন। সত্য যা বলিলে কর্ণ সুহৃদ আমার,
পাণ্ডব বঞ্চিত আজ রাজ্য সুখ ভোগে;
কিন্তু হায়! যে যাতনা—
কৃষ্ণের ভগিনী প্রিয় সুভদ্রা রমণী,
বিবাহ করিব বলি হয়ে উৎসাহিত,

বলরাম অনুরোধে বরবেশে যাই ;
আমা অবহেলি পার্থ, কপট আচারে,
হরিল অর্জ্জুন তাকে করিল বিবাহ ;
বাড়ি খ্যাতি উজ্জ্বলিল পাণ্ডব গৌরব,
অবনত মস্তকে সহি সেই অপমান।

দুঃশাসন। কিন্তু পদে নিবেদন,—এই সভাতলে
সে সবের পরিশোধ হয় নাহি কিহে ;
এক বস্ত্রা রজস্বলা পাণ্ডব মহিষী,
ঘটিল লাঞ্ছনা তার পাণ্ডব সাক্ষাতে।

দুর্য্যোধন। ভ্রাতঃ ভুলি নাই আমি সুখের সে দিন
প্রখর সন্তাপ পূর্ণ জীবনে আমার
হরিৎময় সুখ ক্ষেত্র সেই এক দিন,
উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমে যথা,
স্মরিয়া সে দিন পাই প্রচুর আনন্দ,
পাণ্ডব বিজয় সুখ সেই একদিন,
গর্ব্বিত ভীম পীড়িত কি অক্ষম ক্রোধে,
কিবা হীনপ্রভ অভিমানী সে অর্জ্জুন,
নকুল সহদেব কিবা কান্দিয়া বিহ্বল,
গণ্ড মূর্খ যুধিষ্ঠির কিবা সে লজ্জিত,
দ্যূতাশক্ত পণভ্রষ্ট, সোদর সমক্ষে,
কৃতাঙ্গীকার তাই সে সহিল লাঞ্ছনা।

কর্ণ। (স্বগত) দ্রৌপদীর অপমান নিন্দনীয় অতি,
ক্ষত্রিয়ানুচিত কার্য্য বীরের অযোগ্য;
পাষণ্ড পামর তাই স্মরা'ল সেদিন ;
আমিও হিংসি পাণ্ডবে,
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ লোকে বলয়ে অর্জ্জুনে,

তাই অনুগত আমি কৌরবের পক্ষে ;
বীরত্বে জিনিব তারে ঘৃণিত না হব।

শকুনি। বলিলে অনেক কথা কিন্তু স্মরিলেনা
কার সুকৌশলে মন্ত্রে জিনিলে পাশায়।

দুর্য্যোধন। না ভুলি মাতুল আমি তব সহায়তা,
সে কার্য্যে সুফল যত সব তোমা হ'তে ;
তব বুদ্ধি বলে জিত পাণ্ডব দুর্জ্জয়,
তব গুণে আজ বনে বনচারী তারা।

শকুনি। (তাই)——সমৃদ্ধ শ্রীমান্ তুমি সর্ব্বধন ভোগী,
পাণ্ডব বিজিত লক্ষ্মী করতলে তব,
ধরণী মণ্ডলে তুমি অদ্বিতীয় রাজা,
কোন রাজা নহে এবে তব আজ্ঞাবহ ;
অতুল প্রভাব তুমি শৌর্য্য বীর্য্যশালী,
কুরু কুল শ্রেষ্ঠ শূর কুলের প্রদীপ।
পাণ্ডব শ্রীহীন আর দরিদ্র বনচারী,
অসমৃদ্ধ, রাজ্যভ্রষ্ট, শোকতপ্ত সদা,
এই কালে হয় এক পরামর্শ মোর,
দেখাতে বিভব তব পাণ্ডু পুত্রগণে।

কর্ণ। কিবা সুখোদয় শত্রু হেরিলে ঐশ্বর্য্য
বনবাসে রহি যদি পাণ্ডু পুত্র গণ,
অতুল সম্পদ তব না হেরিল চক্ষে,
বৃথা বলি মানি আমি সর্ব্ব ভোগ সুখ।

শকুনি। শোভি সর্ব্ব অলঙ্কারে রতন নির্ম্মিত
মণি মাণিক্য উজ্জ্বল, বহু মূল্যবান
বিচিত্র বসনে, বপু, সাজায়ে আপনা

কুরুকুল নারী যবে ভেটিবে সহাস্যে,
বলকল পরিধৃতা দ্রৌপদী দুঃখিনী

দুঃশাসন। কিবা প্রীতিপ্রদ সেই দৃশ্য অভিমত!

শকুনি। —শোকে দহিবে হৃদয় তার, চাহিবে হে
বৃকোদর পানে দুঃখে দগ্ধ হবে ভীম,
দারুণ সন্তাপে তবে মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে,
ছাড়িবে নিশ্বাস চাহি দ্রৌপদীর মুখ
—আর কল্প মতিমান! রাজা তুমি যবে,
সধুমে উদিত হবে সহ পাত্র মিত্র,
যবে রথ অশ্ব গজ পদাতি সসজ্জ,
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী করিবে গমন,
যবে অযুত বাহনে বহিবে কিঙ্কর,
অর্থ সাধ্য সুখ ভোগ্য দ্রব্য রাশি রাশি,
যবে সুসজ্জ বিচিত্র রথে চড়ি তুমি
দ্বৈতবনে মহা ধুমে হবে উপনীত,
চারি ভাই মাত্র সহ যথা যুধিষ্ঠির,
কিবা সুখোদয় তবে সন্তপ্ত পাণ্ডবে
হেট মুণ্ড ম্রিয়মাণ দেখিবে যখন।

কর্ণ। কর আদেশ সাজিতে বাহিণী প্রচুর,
শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না কর কদাচন।

দুর্য্যোধন। মানিলাম সুখপ্রদ দৃশ্য বটে তাহা,
কল্পনায় রঞ্জিলে যা তুমি হে মাতুল,
আর তোমরা বলিলে কর্ণ দুঃশাসন;
—কিন্তু ভয় চিত্তে পিতা না দেন আরতি
সসজ্জ যাইতে সবে, এবে দ্বৈতবনে,
বিবাদ পাণ্ডব সহ পাছে হয় বলি
বল কোন যুক্তি করি ল'বে অনুমতি।

শকুনি। (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) ঘোষ যাত্রা ব্যপদেশে করহ গমন,
দেখিতে গোবৃন্দ আর দেখা'তে বিভব।

[সকলের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

—o—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

দ্বৈতবন।

যুধিষ্ঠির। যজ্ঞেব্রতী এতক্ষণ আছিলাম আমি
পূর্ণাহুতি তবু আজ হলনা নিতান্ত
ফল মুল জল এবে আনহ সত্বর
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হায়—বনবাসী
ঐ শুন কলরব দূরাগত কল্লোল
বাতোত্থিত যথা শব্দে সমুদ্র তরঙ্গ

ভীম। দ্বৈতবনে আজ রাজা এলো দুর্যোধন,
কলরব করে তার অনুযাত্রিগণ

যুধিষ্ঠির। হাহাকার ধ্বনি তবে কেন শুনি কর্ণে
বিপদে পড়িল কিহে দুর্য্যোধন বীর
সৈন্য কোলাহল আর শত্রু সিংহনাদ
কামিনী কাতর কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন
ওহে ভীমার্জ্জুন ত্বরা দেখ অগ্রসরি

ভীম। কৌরব বিপন্ন যদি শুভ সমাচার
তার লাগি ব্যস্ত আমি হই হে কদাচ
ক্ষুৎ পিপাসায় আর্ত্ত তব প্রতীক্ষায়
—ঐ দেখ দূত এক আসিছে হেথায়

(মলিন বেশে দূতের প্রবেশ ও অভিনন্দনান্তে দণ্ডায়মান)

যুধিষ্ঠির। কহ কহ ওরে দূত কিবা বার্ত্তা তোর
কেন দীন ভাবাপন্ন এলে কোথা হতে
কে তোমা পাঠালে আজ আমার নিকটে

দূত। অবধান ধর্ম্মরাজ মম বাক্য প্রতি
দুর্য্যোধন দূত আমি—প্রেরিল আমায়
কুরুকুল নারী এবে তোমা সন্নিধানে
কাতরে কুরু মহিষী বলিলেন বাণী
ছিন্ন তার বীণা যথা শোক রুদ্ধ কণ্ঠে
সত্বরে জানাতে তোমা দুঃখের বারতা
দ্বৈত বনে গন্ধর্ব্ব রণে পরাজিত হায়!
আজি কুরুকুল। কর্ণ আদি বীর যত
হারিয়ে সমরে ভীরু সব পলাইল ;
বহু রণ করে একা রাজা দুর্য্যোধন
কিন্তু শেষে বন্ধ তারে করিল গন্ধর্ব্বে
কুরুকুল নারী সহ বান্ধি লয়ে যায়
হাহাকার রব করে যতেক কামিনী
প্রসন্ন হইয়া রক্ষ কুরুকুল মান
কান্দে কুলবধূ তব বিষণ্ণ মলিন
দুর্য্যোধন মহামানী কুরুকুল পতি
রক্ষ সবে উদ্ধার হে নিতান্ত ত্বরায়
নতুবা বিনষ্ট লজ্জা কলঙ্ক সাগরে
সত্বরে বিধান কর বিহিত যে হয়।

যুধিষ্ঠির। উঠ ভীম উঠ পার্থ উঠ ত্বরাকরি
সমরে সাজহ এবে যক্ষ রক্ষঃ ত্রাস
যাও যথা দুর্য্যোধন উদ্ধার তাহারে
বিলম্ব না কর ভীম—

দ্রৌপদী। পুর্ব্বাহ্নে গিয়াছে তারা সর্ব্ব অলঙ্কৃত

কটাক্ষে বিদ্রূপি মোরে সস্মিত আননে
ধন্য দেবগণ এরে দৈব প্রতিকুল।

যুধিষ্ঠির। পরাজিত তারা বন্দী গন্ধর্ব্ব নিকটে
অন্যের বিপদে কৃষ্ণা না হও মোদিত
পরদুঃখে হর্ষভাব কুৎসিত যে অতি
বিলম্বিছ কেন ভীম সাজহ সত্বরে
কেনবা বিষণ্ণ আজ শরণার্থী উদ্ধারে ?

ভীম। চিরদিন মো সবার অনিষ্ট যে করে
তাহার লাগিয়ে রণে কিবা প্রয়োজন
শত্রুর শত্রু হে রাজা গন্ধর্ব্ব সকল
প্রিয় কার্য্য তারা আজ সাধে আমাদের
অনায়াসে নির্যাতন অন্যে করে বৈরী
কেন আজ্ঞা কর রাজা তার সহ রণে।

যুধিষ্ঠির। উচিত যে নয় ভীম তব এ বচন
সত্য দুর্য্যোধন শত্রু হয় আমাদের
সময়ে সাধিবে বৈর তার সহ রণে
কিন্তু এবে পরে করে কুল অপমান
কুরুকুল কলঙ্ক হায়! রটিবে সংসারে
গন্ধর্ব্বাপহৃত কিনা কুরুকুল নারী
জ্ঞাতি ভেদ জ্ঞাতি সনে হয় যে সংসারে
কিন্তু অন্যে করে যদি কুল অপমান
কুলোদ্ভূত বীর ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়
পরাজিবে তারে আর বাড়াবে কুলমান
শতোত্তর পঞ্চ মোরা অন্য সহ রণে
অতএব শুন ভীম স্মরি কুল ধর্ম্ম
এবে বিস্মরি বিবাদ মিলি কুরু সৈন্যে
সাজহ সমরে আর না কর বিলম্ব।

ভীম। কেমন চরিত্র তব অক্রোধ হৃদয়;
পরাজিত কুরুদল উদ্ধারিব তায়
দুষ্ট কুরুগণ যত দিয়াছে যন্ত্রণা
সকলই ভুলিলে রাজা হয়ে বনবাসী
তোমা লাগি সহি মোরা যত অপমান
ক্ষত্রিয় হইয়া বল কে করে তা ক্ষমা
কপট পাশায় হরি নিল রাজ্য ধন
দ্রৌপদীর অপমান সভাবিদ্যমান
তব আজ্ঞা নহে তাই কৌরব জীবিত
কুরু কুল হিত চেষ্টা না করিবে ভীম।

যুধিষ্ঠির। জানি আমি ভীম তব ভুজ পরাক্রম
জানি আমি দুষ্টমতি কুরুর সমাজ
জানি আমি দণ্ড যোগ্য হয় দুর্য্যোধন
তথাপি তোমারে বলি বিস্মর সকল
নিশ্চেষ্ট হইলে এবে ক্ষত্র ধর্ম্ম নষ্ট।

অর্জ্জুন। বিরত যদ্যপি মোরা কুরু হিতপক্ষে
ক্ষত্র ধর্ম্ম নষ্ট কিসে বলহে রাজন?
ভুজবল সুশাসিত বিপুল সাম্রাজ্য,
কুবের ভাণ্ডার জিনি রতন সংগ্রহ,
দাস দাসী সুপ্রচুর গো অশ্ব অসংখ্য,
কুরু হস্তগত বলি না গণি কিঞ্চিৎ;
আমা সবা অবহেলি দ্রৌপদী লাঞ্ছনা;
দাসী বলি সভাতলে দ্রৌপদীকে ডাকে,
মম পুত্র দাসপুত্র ইঙ্গিতে বলিল,
দাস বলি উপেক্ষিল যেবা কুরুগণ;
হিত চেষ্টা তাহাদের কেমনে সাধিব?

ভীম। রাজ্য ধন অপহৃত না করি গণনা

"শুকাইলে অস্ত্রাঘাত না রহে বেদন
বাক্যাঘাত নাহি যায় যাবত জীবন"
উপেক্ষার অপমান নাহি যায় সহা।
সভাতলে কুরুদলে বলে কুবচন,
উপেক্ষি পাণ্ডবে তারা হাসিল প্রচুর
মোদিত আমি হে শুনি কুরু পরাজিত।

দূত। অই শুন মহারাজ কামিনী ক্রন্দন
দূরে লয়ে যায় সবে গন্ধর্ব্ব প্রবল।

যুধিষ্ঠির। সহিতে না পারি পার্থ কুলনারী কান্না
সত্বরে উদ্ধার সবে পরাজি গন্ধর্ব্বে
সমরে করহ যাত্রা ওহে ভীমার্জ্জুন
আমার আদেশ এই করহ পালন।

অর্জ্জুন। চল ভীম যাই রণে গন্ধর্ব্ব সহিত
জ্যেষ্ঠের আদেশ তুমি না কর হেলন
কেন যে বিষণ্ণ পেয়ে সমর সংবাদ
রণোম্মত্ত তুমি সদা আহবে মোদিত।

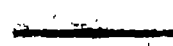
ভীম। দেখিব গন্ধর্ব্ব কেমন হরে দুর্য্যোধন
সমরে পরাজি তায়ে আনিব বান্ধিয়া
অবশেষে যুধিষ্ঠির যেবা আজ্ঞা করে।

যুধিষ্ঠির। যাও যাও রণে কিন্তু ধর বাক্য মোর
প্রথমে বলিবে তারে যত সান্ত্ববাদ
ছাড়িদিতে দুর্য্যোধন আর যত নারী
তাহাতে সম্মত যদি নহিবে গন্ধর্ব্ব
মৃদু যুদ্ধ তার সনে তবে হে করিবে
তাহাতে যদ্যপি কার্য্য না হয় উদ্ধার
মহা যুদ্ধে পরাজিবে অরাতি সকল

দুর্য্যোধন সহ সবে করিবে মোচন
মহা অভিমানী সেই রাজা দুর্য্যোধন
কটু তারে তোমরা না কহ কদাচন।

[একদিকে দূত সহ যুদ্ধবেশে ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান]

[অপর দিকে যুধিষ্ঠিরের ও নকুল সহদেবের ও দ্রৌপদীর প্রস্থান]



প্রথম অঙ্ক।

——ঃ*ঃ——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথিমধ্যে দিবাভাগে।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি আসীন)

দুর্য্যোধন। কোথা পলাইল কর্ণ আমারে ছাড়িয়া

শকুনি। বিষণ্ণ কেন হে রাজা মলিন বদন
অগ্নি দগ্ধ তুল্য কেন দেহ কান্তি তব
কিসের নিমিত্ত শোক কর নরবর
শোকার্ত্ত হইলে হয় শত্রুর আনন্দ
অতএব ত্যজ শোক হও হে প্রসন্ন
ঐ দেখ কর্ণ হেথা করে আগমন।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। কেমনে জিনিলে তুমি দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্বে
কহ জয় বিবরণ বিস্তারি আমায়
—হায় ছিন্ন ভিন্ন হ'লে যবে সৈন্যদল
একত্র রাখিতে আমি নহিনু সক্ষম
মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে পলাইনু রণ ছাড়ি
রাখিয়ে তোমারে রাজা দুরন্ত আহবে
কিন্তু বড় পাই প্রীতি হেরিয়া তোমারে

কি কৌশলে মহারাজ পরাজিলে রণে
বাহুবলে বিমুখিলে কিম্বা চিত্রসেনে
মহা ধনুর্দ্ধর তুমি বীর চূড়ামণি
যে সুখ উদয় রাজা হেরিয়া তোমারে
দ্বিগুণ হইবে তাহা শুনি জয় বার্ত্তা।

দুর্য্যোধন। বৃথা কর্ণ প্রশংস আমারে
রণে পরাজয় আমি না করি গন্ধর্ব্বে
পরাজিত বন্দী আমি হই তার বাণে
সনারী বান্ধিয়া মোরে তুলিল আকাশে
কিন্তু মরণ আমার ছিল যে হে ভাল
সে সময় সেই দুষ্ট গন্ধর্ব্বের হাতে
কোন মুখে কব আমি সে লজ্জার কথা
বিদরিয়া যায় বুক স্মরিয়া কাহিনী
উদ্ধারে আমারে কিনা পাণ্ডু পুত্রগণ
আর শুন কর্ণ শেষ দুঃখের কাহিনী
হারিয়ে গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনে বলে সখা
আমার সাক্ষাতে তবে বৈরীদ্বয় মম
প্রেম আলিঙ্গন করি করিল মিত্রতা
ভীমার্জ্জুনে জানাইল চিত্রসেন তবে
আমাদের অভিপ্রায় দ্বৈতবনে আসা
কটু তাকাইল ভীম আমার উপর
লজ্জায় মরিয়া তবে বাঞ্ছিলাম হায়!
প্রবেশি ধরণি যদি ক্ষিতি দ্বিধা হয়
কতক্ষণে চিত্রসেন বলিল বচন
ছাড়িবেনা যাবে লয়ে বন্দী আমি তার
পার্থ অনুরোধে কিন্তু করিল স্বীকার
ল'তে মোরে যুধিষ্ঠির বন্দচারী যথা
তবে ধর্ম্মপুত্র শুনি সব সমাচার

মোচন করিল সবে চাহি আমা পানে
তাই আমি আসিয়াছি হেথা প্রাণে বাচি
কেমনে দেখাব কিন্তু মুখ লোক মাঝে
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যে নিন্দিবে আমায়
প্রশংসিবে সবে হায়, পাণ্ডুপুত্রগণে
পরাজিত আমি তাই না ফিরিব দেশে
প্রতিজ্ঞা আমার এই কর অবধান
ত্যজিব পরাণ করি প্রায়োপবেশন
—ভাল হ'লো এলে কর্ণ, যাও ফিরি দেশে
কহিবে সবারে হায়, দুর্য্যোধন মৃত—
আর এক বাক্য বলি শুন দিয়া মন
রাজ্য ভার দিনু তারে রক্ষ দুঃশাসনে
হইবে সহায় তার ছিলে যথা মোর
—ওহে দুঃশাসন ভাই এস হে নিকটে
অভিষিক্ত কুরু রাজ্যে করিনু তোমায়
সেনাপতি করি কর্ণে বরিবে আহবে
মন্ত্রণা করিবে সদা শকুনি সহিত
দশী শতী হাজারীকে শাসন কাঠিন্যে
—নিয়োজিবে রাজ কর করিতে আদায়;
যথাকালে অনাদায়ে যদি সূর্য্য অস্ত
অবশ্য করিবে তবে প্রচণ্ড শাসন
ইহাতে প্রজার পীড়া ঘটিবে অবশ্য
ইতি জ্ঞানে তাহে দৃষ্টি না করিবে তুমি
মহোচ্চ বেতন দিবে সেনা সেনানীকে
অর্থ দানে পরিতুষ্ট যত কর্ম্মচারী
পুরস্কার মধ্যে মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য
প্রমাদ লাভেচ্ছা যেন থাকে বলবতী
তাহাদের স্বার্থ যেন তোমাতে জড়িত

এমতে পালিবে যত অনুজীবিগণ।
ন্যায়ান্যায় উপেক্ষিয়া মাতিবে বিগ্রহে,
উপস্থিত হয় যদি যুদ্ধের কারণ।
হীনবল রাজা যদি হয় ধনশালী,
পরাজিয়া তাহে রণে লুটিবে ভাণ্ডার ;
সামন্ত করিয়া, কিম্বা লবে তার রাজ্য।
সতত সজ্জিত সৈন্য রাখিবে বহুল,
যুদ্ধ পটু ধনুর্ধর সমরে প্রচণ্ড ;
আনন্দ বর্দ্ধন তবে হবে সুহৃদের।
এস আলিঙ্গন করি, করি আশীর্ব্বাদ—
হও তুমি দুঃশাসন রিপু বিভৎসনা।

দুঃশাসন। নাহি যাব দেশে আমি ছাড়িয়া তোমারে-
কুরুকুল চূড়ামণি তুমিহে অগ্রজ।
যদি বা সূর্য্য, আতপ রহিত—
ছায়ায় চন্দ্রমা যদি, শীতাংশুতা—
লুপ্ত যদি অগ্নির দহন শকতি—
বারি শূন্য যদি বারিনিধি—
হিমাদ্রি খসিয়া যদি পড়ে ধরাতলে—
তথাপি তোমারে ত্যাজি না যাব কখন।
অনুজ আমরা সদা আজ্ঞাবহ তব ;
তুমি রাজা কুরুকুলে, মোরা অনুগত।
ত্যাজ চিন্তা চিত্ত হ'তে শোক কর দূর,
পদে ধরি মহারাজ হও হে প্রসন্ন।
[পদ ধারণ]

কর্ণ। পাণ্ডব জিনিল রণ তাহে কিবা ক্ষতি ?
নাহিক আক্ষেপ তাহে পাণ্ডব সাহায্যে
চিত্রসেন পরাজিত মহারাজ যদি,

পূর্ব্বাপর এই বিধি চির প্রচলিত—
রাজা সহ যদি রণ ঘটিল কাহার ;
সহায় হইবে তবে রাজ্যবাসী জন।
রক্ষিবে সর্ব্বথা, আর বিপন্ন রাজাকে।
নিবসে পাণ্ডব তব বিষয় অন্তরে,
উদ্ধারি তোমারে রণে সাধিল কর্ত্তব্য,
ইথে নাহি পুরস্কার করি হে তাদের,
না করিলে প্রত্যবায়, কর্ত্তব্যের হানি ;
অপযশ তাহাদের হইত প্রচার।
প্রশংসার কার্য্য তারা কদাচন করে।

দুর্য্যোধন। তথাপি পাণ্ডব হেতু মুক্ত হই আমি,
অপযশ পৃথিবীতে হইবে প্রচার—
'কুরুরাজ সর্ব্বদলে হইল বিপন্ন
উদ্ধারিল কিনা তারে পাণ্ডুপুত্রগণ।'

কর্ণ। শোক দূর নাহি হয়, হলে শোচমান ?
শোকার্ত্ত হইলে শত্রু নিশ্চয় হাসিবে।
পাণ্ডব সঞ্চিত অর্থ এবে তুমি ভুঞ্জ ;
তাহাতে পাণ্ডব কিহে করয়ে সন্তাপ ?
অথবা ত্যজয়ে প্রাণ প্রায়োপবেশনে ?
নিতান্ত মরিবে যদি তুমি অভিমানে,
বার্ত্তা শুনি রাজগণ হাসিবে অবশ্য।

শকুনি। সঙ্গত হে মহামতি যা বলিল কর্ণ,
তথাপি বিষাদ তব না হয় খণ্ডন।
কেন যে উদ্যত তুমি পরিত্যাগে আজ,
সংগৃহীত অর্থ পুঞ্জ আমার দ্বারায় ?
ইহা অনুভবি চিত্তে শুন দুর্য্যোধন—
বৃদ্ধ জন সেবা তুমি কখন না কর।

অপক্ক মৃৎপিণ্ড চাক যথা বারি মধ্যে,
তেমতি শ্রীভ্রষ্ট নর হ'লেও ভগবান্,
যে'ই জন নারে চিত্ত করিতে সংযত,
সহসা আগত যদি হর্ষ বা বিষাদ।
আর এক বাক্য বলি শুন দিয়া মন,
শোক করি কেন কর বিরুদ্ধ আচার।
করিল পাণ্ডব এবে তব উপকার,
প্রদর্শন হর্ষ তাহে হয় যে উচিত।
হইয়া কৃতজ্ঞ স্মরি সেই উপকার,
রাজ্যধন ফিরে দাও সুপ্রসন্ন চিত্তে ;
লভিয়া এমতে তবে ধর্ম্ম যশ মান,
সুখী হও মহারাজ করিয়া সৌভ্রাত্র।

দুর্য্যোধন। কেমনে ফিরিব বল দেশে আমি আজ—
অবহেলে রিপু বক্ষে বিক্রম প্রকাশি।
অরাতি মস্তকে হায়! করি অবস্থান,
স্থান ভ্রষ্ট আমি এবে নিন্দিত লজ্জিত,
চির সুখী নহে যেই দুষ্ট দুর্বিনীত
শ্রী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তার থাকে বা যদ্যপি,
সম্পদ মদ গর্ব্বিত দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানান্ধ,
পড়েছি শঙ্কটে যেই তব বাক্যে মুগ্ধ
হতমান হয়ে হায়! শত্রুর নিকটে
কোন্ চেতনাবান করে জীবন ধারণ?
পুর্ব্বে বাড়াতাম আমি মান সুহৃদের,
করিতাম হানি তবে শত্রুর সম্ভ্রম,
দিতে হে সুহৃদে শোক শত্রুকে আনন্দ,
ফিরিব কি আমি আজ হায়! হস্তিনায়?

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বনমধ্যে রাত্রিকাল।

(দানবত্রয়ের প্রবেশ)

১ দানব। এ বেদি স্থণ্ডিল, কর যজ্ঞ আয়োজন,
স্থাপ যূপ নাহি হেথা, কুম্ভ প্রয়োজন।

২ দানব। নর অস্থি অরণি যে কর আহরণ,
প্রজ্বলিত চিতা অগ্নি হইবে প্রণীত।

৩ দানব। ধার্য্য মন্ত্রে প্রজ্বলিত কর যজ্ঞ অগ্নি,
স্বরক্তে মার্জ্জার মাংস পক্ক হবে চারু।

১ দানব। শ্যেন গৃধ্র কাটি আন করি খান খান,
শৃগাল রুধিরে তাহা কর তবে পাক,
পরমান্ন উপাদেয় রাখহ এখানে।

২ দানব। শূকরপুরীষ ভোজী হইবে প্রণীত।

৩ দানব। যজ্ঞাগ্নি বিস্তার সাধ্য হইবে তবেত।

১ দানব। পচা মড়া, নর মাংস, বিড়ালের আঁতরি-
দোহন করহ রস হতে নাড়ী ভুঁড়ি—
মিসাইয়া পচা রক্ত খান খান সহ
ফেল হে কটাহে যত্নে বলি বীজ মন্ত্র—
"নর মাংস লোলুপ স্বাহা।"

২ দানব। আহুত অগ্নিতে অস্থি পোড়ে কড় কড়ে।
৩ দানব। দানবের যজ্ঞ কাষ্ঠ জ্বালুক সংসারে।
১ দানব। পচা পচা মাংস আন মৃত যে বানর,
পচা যে মুষিক আন গোটা গোটা দেখি,
বিল বিল করে কৃমি অযুত অযুত।

২ দানব। শ্বন্ মাংস, দ্রোণ মাংস, রাখ স্তুপে স্তুপে
জতুকা, গন্ধ-মুষিক, আর যে বাদুর,
তৈলপায়িকা তাহে ফেল রাশি রাশি।

৩ দানব। কুলটা নারীর আন জরায়ু অচিরে,
আর আন মাংস পিণ্ড ভ্রষ্টা রমণীর,
ভ্রূণ হত্যা সাক্ষী তাহা প্রত্যক্ষ সংসারে।

১ দানব। কাটি আন নাক তার করি খরনস।
২ দানব। কচ্ছ হতে পুঁজ আন, আর ব্রণ রস।
৩ দানব। ক্ষট যুক্ত মাংস আন, গৃহিনীর বলি।
১ দানব। দক্রু যুক্ত ত্বক আন, ক্ষুদ্র কীট সহ।
২ দানব। উম্মাদের রক্ত আন, বায়ু, পিত্ত, কফ।
৩ দানব। হাড় ভাঙ্গি বসা আন ঘাড় ভাঙ্গি মণ্যা।
১ দানব। মস্তিষ্ক, যকৃত আন প্লীহা সমেত।
২ দানব। পেট চিরি অন্ত্র আন স্নায়ু পূর্ণ মুত্র।
৩ দানব। পূতি গন্ধ পুরীষ আন পুরিয়া খর্পর।
১ দানব। অসতী নারীর আন কাটিয়া কবরী।
২ দানব। কুট্টিনীর কেশ আন উপাড়িয়া আর।
৩ দানব। আন শিখা ব্রাহ্মণের ধরম ধ্বজিন।
১ দানব। সংগ্রহ হইল সায়, ফেলহ কটাহে।
২ দানব। বিস্তারক পুড়ি, পুতি বায়ু সহ মিশি
প্রবেশিবে তাহা যথা ইন্দ্র আদি দেব।

৩ দানব। জানিবে দানব করে কি বিকট যজ্ঞ।

১ দানব। পূতি গন্ধ উড়িতেছে ভুর ভুর করি।
আসিবে পিশাচ যত রৈসে হে সংসারে।

২ দানব। হবির্গন্ধে যজ্ঞ স্থলে যথা দেবগণ।

৩ দানব। অই দেখ আসিতেছে আহুত মানব।

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

১ দানব। মহারাজ দুর্য্যোধন কুরুকুল পতি,
একলা শিবির ত্যজি বনেতে ভ্রমণ।

২ দানব। সুহৃদ প্রবোধ বাক্য অবহেলি সব
সুপ্ত রাখি সর্ব্ব জনে বেড়াও অরণ্যে।

৩ দানব। কি লাগি বিষণ্ণ রাজা, ত্যজিবারে প্রাণ ?
ধারণ করিবে ব্রত প্রায়োপবেশন ?

১ দানব। জানি আমি অপমান পেয়েছ হে তুমি,
অভিমানে অভিমানী মৃত্যু ভাব শ্রেয়।

দুর্য্যোধন। (সবিস্ময়ে স্বগত) কেমনে জানিল এরা চিত্তের বারতা
(প্রকাশ্যে) কিবা নাম কিবা জাতি কিবা ব্যবসায় ?

১ দানব। দানব আমরা হই দেবতা বিদ্বেষী।

২ দানব। আমাদের পক্ষ তুমি দানব প্রধান।

৩ দানব। অর্জ্জুনের তেজে তুমি হয়েছ উন্মনা
তাই ডাকি তোমারে হে দিতে উপদেশ।

১ দানব। দানব বচন ধর দৃঢ় কর মন
তব হৃদে প্রবেশিবে দানব প্রচণ্ড।

২ দানব। পাণ্ডবের হিংসা তুমি করিবে সর্ব্বদা
সমস্ত দানব দল হই তব পক্ষ।

৩ দানব। কর্ণেতে প্রবিষ্ট দৈত্য নরক প্রচণ্ড।

১ দানব। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা হবে দৈত্য প্রাপ্ত।

২ দানব। জয়দ্রথ মূর্ত্তিমান দানবের শ্রেষ্ঠ।

৩ দানব। সবে মিলি যুদ্ধে যবে হবে অগ্রসর
লভিয়া কেশব হতে নারায়ণী সেনা
দানব সংলিপ্ত আত্মা বীরগণ সব।

১ দানব। প্রচণ্ড হইবে রণ পাণ্ডব সহিত।

২ দানব। অনায়াসে যুদ্ধে তুমি হইবে বিজয়ী।

৩ দানব। দানব সহায় তব রাজা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। দানব তোমরা যদি কেন হিংস তারে ?

১ দানব। দেবভক্ত পাণ্ডু পুত্র সেই যে কারণ।

২ দানব। দানব আমরা, রীতি এই হিংসি তারে।

৩ দানব। দেব অনুরত নর যে বৈসে সংসারে।

১ দানব। দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় চিরকাল।

২ দানব। উত্তমে অধমে দ্বন্দ্ব জগত সংসারে।

৩ দানব। ভাল মন্দ নাহি মিলে, জল তৈল যথা।

১ দানব। জয়ার্থ দানব মোরা হব তব পক্ষ,
দেখিবে নির্জ্জিত হবে দেব ভক্ত রিপু;
যত দেব মিলি যদি পাণ্ডব সপক্ষ।

২ দানব। অনভিজ্ঞ নহ তুমি, আছে চির খ্যাত;
অনেক দানব যুদ্ধে দেব পরাজয়।

৩ দানব। ভাল ঠেলি মন্দ লোক বাড়য়ে যেমন।

১ দানব। তাই বলি ছাড় রাজা মৃত্যু বাঞ্ছা তুমি,
অরাতি কুলের ইষ্ট বিধায়িনী যাহা।

২ দানব। স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাও লয়ে অনুচর।

৩ দানব। পাণ্ডব হিংসায় মন করহ নিবেশ।

[দানব গণের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। (স্বগত) সত্য যা বলিল এবে দানব মণ্ডলী;
এই আমি ছাড়িলাম আত্মহত্যা বাঞ্ছা—
যাহে লুপ্ত বীর্য্য, অর্থ, সুখ, জয়, যশঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কাম্যক কাননে কুটীরে, পূর্ব্বাহ্নে, দ্রৌপদী রন্ধনে নিযুক্তা।)

জয়দ্রথ। (স্বগত) একাকিনী বিরাজিছে দ্রৌপদী সুন্দরী,
অতুল সৌন্দর্য্য রাশি, উজলি কানন
কমনীয় কান্তি কিবা ললিত সুঠাম,
(অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) আশীর্ব্বাদ কর, দেবি! করি নমস্কার
যুধিষ্ঠির কোথা, কোথা পার্থ, বৃকোদর,
ব্রাহ্মণ সজ্জন, কোথা মাদ্রীর নন্দন?

দ্রৌপদী। (স্বগত) একাকী কুটীরে আমি রয়েছি এখন,
হেন কালে হলো আজ কুটুম্ব উদয়,
আমি না সম্ভাষি যদি হয় ধর্ম্ম নষ্ট,
(প্রকাশ্যে) মৃগয়ায় গিয়াছেন ধর্ম্ম পঞ্চভ্রাতা,
স্নানে গিয়াছেন সব ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিয়া বসুন এই ক্ষুদ্র কুশাসন।
[কুশাসন ও চরণ ধৌতার্থে জল দান]
(পদ প্রক্ষালনান্তে উপবেশন করিয়া)।

জয়দ্রথ। সবার কুশল এবে বল শুনি দেবি,
কুশলে আছেত তব পঞ্চ স্বামী বলী?

দ্রৌপদী। (সলজ্জ ভাবে) বনের কুশল আজ কি জিজ্ঞাস রাজা,
হস্তিনায় সবে ভাল আছেত এখন?
কেমন আছেন সব আর্য্য পুত্রগণ?

কেমন আছেন আর্য্যা গান্ধারী ও কুন্তী?
পুর-নারী কুল-বধু সকলের শুভ?
কেমন আছেন বল দুঃশলা সুন্দরী?
রাজ্য কোষ বল, তব সবইত ভাল,
কি মানসে আজ রাজা হেতা আগমন?

জয়দ্রথ। বহুদিন গত দেখা নাহি ধর্ম্ম সহ,
বহুদিন না জানিনু কুশল তোমার,
সবার কুশল কহ, তোষ চিত্ত মম,
হস্তিনায় সর্ব্ব শুভ, সকলই মঙ্গল,
এক মাত্র দুর্য্যোধন, সদা যে বিষণ্ণ;
স্মরি দ্বৈত্যবন পরাজয় চিত্রসেন তেজে।

দ্রৌপদী। সবে ভাল আছি মোরা এই বনবাসে,
হারাইয়ে রাজ্য ধন, বসি বন মাঝে,
যে সুখ সম্ভব, তাহা পাই মহারাজ।

জয়দ্রথ। কি ভাবে কাটাও কাল কহ বর নারী?
রাজকন্যা হে সুন্দরী, রাজার মহিষী;
তোমা সবে দিয়ে বনে দ্যুতে হরি রাজ্য
সাধিল কুকার্য্য দুষ্ট হায়, দুর্য্যোধন!
কিন্তু চিত্তে সুখোদয় শুনি সুবচন,
বনমাঝে সুখে আছ সহ পঞ্চস্বামী—
মহাবীর ধনুর্দ্ধর এক এক জন।

দ্রৌপদী। জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, দান, ধর্ম্ম, ব্রত,
অতিথি সৎকার, আর ব্রাহ্মণ ভোজন,
করেন, সতত সব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির,
মৃগয়ায় রত সদা বীর ভীমার্জ্জুন;
মাদ্রীপুত্র দ্বয় রত তাদের সেবায়;

কুটীরে রন্ধন আমি করি নিত্য নিত্য,
অবকাশ কেটে যায় ধর্ম্ম আলাপনে,
এই মতে কাল যায় দিবস শর্ব্বরী।
দিন দিন গণি বহে কাল নদী সদা,
ক্রমে পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, পরিবর্ত্ত।
সুখী আমি নৃপ মণি সহ পঞ্চস্বামী,
দুঃশলা সুখিনী কিবা একা তোমাসহ ?

জয়দ্রথ। (স্বগত) কি কাজ বিলম্বে আর, সাধি মম কার্য্য,
কি জানি কখন আসে ভীমটা গোঁয়ার।
(প্রকাশ্যে) সুমিষ্ট রন্ধন আজ কর বীর-জায়া,
কতক্ষণে ফিরিবেন হেথা ধর্ম্মরাজ ?

দ্রৌপদী। এখনি আসিবে সবে হইবে সাক্ষাৎ,
ক্ষণ মাত্র রহ রাজা না কর উদ্বেগ।
(রন্ধন করিতে যাইতে উদ্যত)

জয়দ্রথ। (উঠিয়া হস্ত ধরণ পূর্ব্বক) কোথা তুমি যাহ দেবী এসো মোর সঙ্গে,

দ্রৌপদী। (বলে হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা)
হাত ছাড় মহারাজ একি তব কার্য্য ?

জয়দ্রথ। চল তবে ত্বরা করি যাব হস্তিনায়,
বনে থাকি কেন কষ্ট পাও বরনারী ?

দ্রৌপদী। বনবাসী, মহারাজ! আমরা এখন,
হস্তিনায় নাই মোর কিছু প্রয়োজন।

জয়দ্রথ। (হস্ত ধরিয়া টানিতে ২) তবে চল তথা যাই যথা অভিরুচি;
পর্ব্বত শিখরে, কিম্বা নির্ঝর শকটে,
দুর্গম গহ্বরে, কিম্বা পঞ্চনদ দেশে;
তব সহবাসে সুখ সর্ব্বত্র সুলভ।

দ্রৌপদী। শূন্য ঘরে পেয়ে একা হরিবে আমারে ?
বুঝিলাম দুষ্ট তুমি, কপট, কুমতি ;
বলে হরিবারে মোরে তব আগমন ?
কাপুরুষ তুমি, তাই এবে ধর হস্ত।
নাহি পার্থ হেথা, নাহি বীর বৃকোদর,
তাই সাহস তোমার, ছি, ছি, ছাড় হায়।
ক্ষত্রিয়ের চূড়ামণি, উচিত এ নয়।
রাজধর্ম্ম রাখ মুক্ত করিয়ে আমারে।
(হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা)
এখনও ছাড়িলে না ? যাবনা হে আমি।

জয়দ্রথ। ছল ছাড়ি উঠ রথে ওহে বীরাঙ্গনা।
চল লয়ে যাই দূর দূর দেশান্তরে,
না হবে রাঁধিতে যথা সুখেতে রহিবে।
নিত্য রান্ধি কিবা তব বদন মলিন।
শুখায়েছে তনু আর বর্ণ দ্যুতি হীন !
যৌবনে ভুঞ্জিবে কেন এতেক যন্ত্রণা ?
বনচারি স্বামী ত্যজ্য—সুখ লালসায়।
বনবাস ও সুন্দরী তব পক্ষে নয় ;
সমস্ত সাম্রাজ্য মোর হবে তব ভাগ্যে।

দ্রৌপদী। (কাঁদিতে ২) রক্ষ মোরে পার্থ আজ, রক্ষ বৃকোদর,
কোথা ধর্ম্মরাজ, কোথা মাদ্রীসুতগণ ?
হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু তুমি,
বিপদ ভঞ্জন ওহে শ্রীমধুসূদন—
কংসারি পাণ্ডব সখা, দেও দেখা এবে ;
অরক্ষিত একাকিনী আছি নাথ আমি,
কুটীরে প্রবেশি হরে সিন্ধুরাজ সুত।
কুরুকুল বধুগণ বন্দী যবে হয়,

পরাজিত কুরুরাজ চিত্রসেন বাণে—
রাখিলে হে মান তুমি, করি মুক্ত সবে।
তেঁই সে কারণে পার্থ বুঝি অনুভবে,
কুরুরাজ দেশে এবে হরে তব পত্নী,
কুরুদূত কুলাঙ্গার দুষ্ট জয়দ্রথ।

জয়দ্রথ। (টানিতে টানিতে) বৃথা ডাক সবাকারে বৃথা বিলাপিছ,
মম হস্তে তব আজ নাহিক নিস্তার।
ধরিয়াছি ছাড়িবনা, লয়ে যাব বলে,
আসে যদি পার্থ, ভীম এমন সময়ে।

দ্রৌপদী। ছাড়ি দাও, ছাড়ি দাও, করিহে মিনতি।

জয়দ্রথ। মিনতি শুনিলে কৃষ্ণা নহে কার্য্য সিদ্ধি,
বিস্মরি পাণ্ডবে এবে চল মোর সঙ্গে।
কোথায় পাণ্ডব এবে রক্ষিতে তোমারে?

দ্রৌপদী। কোথায় পাণ্ডবগণ রক্ষহ আমারে—
(কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে) ওহে ভীম ভীম-বহু বৃথা গর্ব্ব তব;
বৃথা যে বল গৌরব, বৃথা ধর অস্ত্র।
একাকিনী রাখি মোরে গেলে সবে চলি,
একাকিনী থাকি আমি শূন্য যে কুটীরে,
অরক্ষিতা পেয়ে মোরে হরে জয়দ্রথ।
ধিক্ শিক্ষা তোমাদের ধিক্ ধিক্ তেজে,
শত ধিক্ তোমাদের বীরত্ব গৌরবে!
রক্ষিতে অক্ষম হলে তব পত্নী মান।
রাজ-দণ্ড ভয় যথা দুষ্কর্ম্ম নিবারে,
বলে হরি জয়দ্রথ কহে কুবচন।
কোথায় দেবতাগণ—বিপদ সময়ে
হে দেবেন্দ্র শচীপতি, তব পুত্রবধূ
হরিছে পাপাত্মা, কোথা বজ্র বিভীষণ,

এখনও পড়িলনা এর পাপ মুণ্ডে।
উদ্ধারি আমায় রাখ তব পুত্র মান,
হে দেব পবন কেন উড়ায়ে বাতাসে,
রথ খান নাহি চূর্ণ ভীম ঝঞ্ঝাবাতে ?
হে মৃগ-বাহন শীঘ্রগতি সর্ব্ব বহ,
ত্বরায় বহিয়া লহ এ মোর বিলাপ,
যথা তব পুত্র হায়! রত মৃগ বধে।

জয়দ্রথ। প্রলাপ বকিয়া, কেন করিছ বিলাপ,
কিবা লাভ বরাঙ্গনে অরণ্য-রোদনে ?

দ্রৌপদী। উত্তোলি হে তব দণ্ড ধর্ম্ম রাজ যম,
বিনাশ এখনি দেখি তব পুত্র শত্রু।
অসহায় একাকিনী অবলা রমণী;
ছলে আসি বলে হরে মহাপাপমতি।
হা কৃষ্ণ, বিপদ বন্ধু অনাথের নাথ !
রক্ষ প্রভু দীনবন্ধু কাতরা কিঙ্করে।
কত ভাল বাস পার্থ তুমি হে কৃষ্ণারে,
সব কি ভুলিলে এবে, করিলে কি ত্যাগ ?
বিপদ সময়ে মোর ওহে বৃকোদর,
তুমিও কি না শুনিলে বিলাপ আমার ?

জয়দ্রথ। যত পার ডাক সবে কি হইবে বল ?
বলে লয়ে যাব তোমা ছাড়িবনা আর।
আদরে নিতাম কিন্তু দিলে অভিশাপ,
এবে দেখ কি লাঞ্ছনা ঘটেছে তোমার।

(কেশাকর্ষণে দ্রৌপদীকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

——ঃ-*-ঃ——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে দিবাভাগে

(মৃগয়া বেশে ধনুর্ব্বাণ হস্তে অর্জ্জুনের ও মৃগভার পৃষ্ঠে ভীমের প্রবেশ)

অর্জ্জুন গগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর,
উত্তপ্ত প্রবাহে বহে বায়ু অবিরত ;
কতমৃগ বধিলাম, যাইচল লয়ে,
যা হয়েছে প্রচুর তা অদ্যকার লাগি।
এক দিন তরে জীয় বাকি মৃগ সব,
হায় রে যেমতি জীয়ে দুষ্ট কুককুল।

ভীম। চল ভাই লয়ে যাই দ্রৌপদী সমীপে,
দ্রৌপদী রান্ধিয়া দিবে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কতক্ষণে গিয়ে পাব সুপ্রস্তুত অন্ন,
ভক্ষণে মিটাব আমি এ দুরন্ত ক্ষুধা।
তাই বলি ওহে ভাই চল শীঘ্রগতি ;
—কিন্তু শুন বিলাপি কে ডাকে আমা দোহে,
কাতর করুণ স্বর আহা মর্ম্মভেদী !

অর্জ্জুন। ঐ স্বর আমি জানি ও বিলাপ কৃষ্ণার ;
বিপদে পড়িয়া কান্দে দ্রুপদ নন্দিনী,
রক্ষ রক্ষ বলি, ডাকে প্রিয়তমা দারা ;
অবিলম্বে চল যাই শব্দ লক্ষ্য করি,
দ্রৌপদী বিলাপ হায়, কহিনু নিশ্চয়।

(ব্যস্ত ভাবে দ্রুত-পদে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

(কাম্যক বনে কুটীর—মধ্যাহ্নে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবের প্রবেশ)।

যুধিষ্ঠির। কই ভীম এখন যে আসে নাই দেখি !
এখনই ফিরিবে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন,
কুশাসন, জল রাখ তাহাদের লাগি।

সহদেব। দ্রৌপদী কোথায় রাজা করিল গমন ?
অই দেখ নির্ব্বাপিত রন্ধনের চুলি।

যুধিষ্ঠির। (ইতস্তত দৃষ্টি করিতেং ও নাম ধরিয়া ডাকিয়া)
শূন্য যে কুটীর দেখি কিসের লাগিয়া,
কোথা কৃষ্ণা রাজবালা পাণ্ডব ললনা?
পাণ্ডব প্রাণ-তোষিণী কোথা সে সুন্দরী,
একেলা আছিলে তুমি এই যে কুটীরে,
ফিরে কেন নাহি দেখি, কোথা গেলে তুমি ?
আসিয়া সহদেব দেখ চারিভিত,
নিকটে আছয়ে কৃষ্ণা কোন ব্যপদেশে।

নকুল। কুটীরে নাহিক কৃষ্ণা একি অঘটন।
বন মাঝে কুটীরেতে একা রাখি তায়,
হয় নাই উচিত যে, যাওয়া আমাদের।
যাত্রাকালে হেন কথা না ভাবিনু কেহ।

(সহদেবের পুন প্রবেশ)।

সহদেব। নিকটে কৃষ্ণায় আমি না পাইনু দেখা ;
কিন্তু রথচক্র চিহ্ন রয়েছে অদূরে।

যুধিষ্ঠির। কি বলিলে! কথা শুনি প্রাণ উড়িযায়,
কত যে আশঙ্কা চিত্তে হতেছে উদয় ;
ছলে কিম্বা বলে কেবা হরিল দ্রৌপদী ?
কুটীরে নাহিক কৃষ্ণা, নাহিক নিকটে,
আমারে না বলি কৃষ্ণা না যায় কোথাও ;
তবে কি লুকা'ল কৃষ্ণা, ছলিতে আমারে ?
প্রাতে ভীমার্জ্জুন দোঁহে গেল মৃগয়ায়,
নিত্য যথা রাখি কৃষ্ণা, আমাদের কাছে ;
আসিয়া শুধাবে যবে,—পার্থ মহারথী,
কোথা কৃষ্ণা, বলিব কি তায় এবে আমি ?
একাকিনী রাখি তারে, হায়, কি হইল,
স্নান করি ফিরি কেন শূন্য ঘর হেরি ?
ক্ষুধার্ত্ত প্রশান্ত ভীম, প্রবেশিবে যবে
কুটীরে, কে দিবে তারে অন্ন সুপ্রচুর ?
ক্ষুধা প্রপীড়িত ভীমে, কে খাওয়াবে তুষি ?
কার সুরন্ধনে হবে অতিথি সৎকার ?
অসংখ্য অতিথি, দ্বিজ সদা মোর সঙ্গে ?
হা পাঞ্চালী, প্রণয়িনী, হা প্রিয়-ভাষিণী!
বনবাসে সুখী মোরা তোমার প্রযত্নে ;
বনবাসে ক্লিষ্ট তবু সদা সুপ্রসন্না।
কটু আমি তোমা কৃষ্ণে, না বলি কখন,
কি দোষে আমারে তবে ছলিলে এমন ?
কেমনে বলিব আমি হারাইনু তোমা ?
অসাবধান বলি, পার্থ দুষিবে যে মোরে।
পূর্ব্বে কেন নাহি আমি স্মরিলাম বাণী ?
শুনে না শিখিনু মোরা দেখে না শিখিনু,

পশ্চাতে উদিত জ্ঞান অবোধ লক্ষণ।
রক্ষিত রাখিয়া তোমা না যাইনু কেন?
হায়! এবে কি করিব, কোথা গেলে তুমি?

নকুল। বিলাপ করিয়া রাজা কেন কাট কাল?

যুধিষ্ঠির। দেখ বনমাঝ, এদিক্ ওদিক্ সব,
লহ ধনুর্ব্বাণ, চল তল্লাসি তাহারে,
না পারি সহিতে আর, দ্রৌপদী বিরহ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন মধ্যে—মধ্যাহ্ন কাল।

(পরাজিত জয়দ্রথ ছিন্নবেশে পলায়নপর)

[পশ্চাতে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওরে দুষ্ট, পাপাশয়, পাপাত্মা, পামর!
আর কোথা যাবে, তুমি পড়িলে শঙ্কটে?
আমাদের অসাক্ষাতে হরিলে দ্রৌপদী।
অবিরোধে লয়ে যাবে যথা অভিরুচি;
জাননা রে জয়দ্রথ, পাপ পায় শাস্তি
অবশ্যই ইহলোকে, তখনি বা পরে?
তব দুষ্কর্ম্মের আজ দিব প্রতিফল।
দৌড়! দৌড়! প্রাণপণে—ধরি অবিলম্বে।

(জয়দ্রথকে ধরিয়া কেশাকর্ষণ পুর্ব্বক প্রহার—অপর দিক হইতে অর্জ্জুন সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

এই দেখ যাজ্ঞসেনী ইহার লাঞ্ছনা,
যাহা মনে লয় কর, রাখ অনুরোধ।
এই মুখে তব কাছে গেল দুষ্টমতি,
গণিয়া যে তিন লাথি মার এই মুণ্ডে।

অপরাধ করিয়াছে হরিয়ে তোমারে,
ফেলি ভূমে, অগ্রসরি মার তিন লাথি।
ঘোষিবে জগতে, কথা হইবে প্রচার
দ্রৌপদীর পদ লাথি ভুঞ্জিল দুর্মতি।
শুনুক যে দুর্য্যোধন, থাকি হস্তিনায়।
সন্তাপে জানুক তার ব্যর্থ মনোরথ।

দ্রৌপদী। (স্বগত) স্বামী অনুরোধ আমি কি করি এখন!
(জয়দ্রথকে ভূমিতে ফেলা ও দ্রৌপদীর লাথি মারা)

ভীম। এই মুখে মিষ্টালাপে ভুলাতে পঞ্চালী—
এই মুখে সে কুটীরে দিয়া দরশন—
এই মুখে এসেছিলে সাধিতে কু কাজ—
এই মুখে লাজ নাই, হরিতে দ্রৌপদী—
এই মুখে, অতএব সহ বজ্র মুষ্টি।
(জয়দ্রথের মুখে মুষ্টি প্রহার, এবং কেশে ধরিয়া কিল লাথি
চড় মারিতে মারিতে এদিকে ওদিকে করা)
বাক্য রোধ হলো নাকি, কহনা যে কথা?

জয়দ্রথ। হ'ল তার প্রতিফল যে কর্ম্ম করেছি,
এবে ছাড় যাই চলি, যথা প্রয়োজন;
কি গঞ্জনা, কিবা লজ্জা পা'ব লোক মাঝে,
স্ত্রী লাথি সহিতে হ'ল হয়ে ক্ষত্ররাজ।
(আবার ভীম কর্ত্তৃক প্রহার)

ভীম। এই মুখে যেতে চাও যথা অভিরুচি,
বল, কিরে! নাহি জোর, আপনা বাঁচাতে?
তবে কি সাহসে হেথা এলি দুষ্টমতি?
চৌর্য্যে সাধিতে কাজ, এই কি বাসনা?
(ভীম কর্ত্তৃক জয়দ্রথের মুখ মৃত্তিকায় ঘর্ষণ ও প্রহার
(যুধিষ্ঠির, নকুল, ও সহদেবের প্রবেশ।)

জয়দ্রথ   প্রহারেতে প্রাণ যায়, ছাড় বৃকোদর,
বড়ই কঠিন তুমি, নিতান্ত গোঁয়ার।
লঘুপাপে প্রাণদণ্ড—

যুধিষ্ঠির।   ছেড়েদেহ জয়দ্রথে না বধ
আর না, লাঞ্ছনা তার হয়েছে প্রচুর।

ভীম।   এবে কভু এরে দয়া না হয় উচিত।
কেন যে ছাড়িব এরে, দুষ্ট পাপমতি,
বলে হরে সে পাঞ্চালী, করিয়া ছলনা,
দয়া কভু ধর্ম্মরাজ! তারে কি সম্ভবে ?

যুধিষ্ঠির।   সম্বন্ধে কুটুম্ব হয়—ভগ্নীপতি তব।
দুঃশলা বিধবা হবে, বধিলে উহায়!
না বুঝি এ কর্ম্ম আজি, করে দুষ্টমতি
তুষিবারে কুরুরাজে। হয়েছে এখন,
সমুচিত ফল তার। যা দেখিনু চোকে,
প্রাণদান কর ওরে এ মম মিনতি।
বধিলে উহারে দুঃখ পাবে জ্যেষ্ঠ-তাত,
ভগিনী তোমার হবে দুঃখিনী বিধবা,
অনাথ হইবে ভাই, ভগ্নী সুত তব ;
কুরুকুল বধূ যত নিন্দিবে তোমারে।
তাই বলি ভীম ভাই! ত্যাজ জয়দ্রথে ;
প্রাণ লয়ে যাক দুষ্ট, যথা ইচ্ছা হয়।
রক্ষিলে কুলনারে, শাস্তি পাপাশয়ে,
তাহাতে কি চিত্ত তব নহে পরিতুষ্ট ?
বৃকোদর চল ভাই যাই কুটীরেতে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন আছে তোমা মুখ চেয়ে।
হে অর্জ্জুন, বাক্য কেন নাহি কহ তুমি ?
নিবার ভীমেরে, বধ না করে উহারে।

ৌপদী। তব অনুরোধে ভীম ত্যাজিবে এখনি,
তব অনুগত ভ্রাতা ধর্ম্ম-অনুরক্ত,
আপনি করিলে আজ্ঞা, কিবা অনুরোধ,
জয়দ্রথে ত্যাগ ভীম করেছে তখনি।
(ভীম কর্ত্তৃক জয়দ্রথকে ত্যাগ

ধিষ্ঠির। কি কাজ বিলম্বে, চল কুটীরেতে যাই ;—
কিন্তু শুন জয়দ্রথ, পাইলে জীবন,
ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা নিয়োজিবে তব মন,
জীবন লইয়া যাও যথা কুরুপতি ;
কহ তারে যে শঙ্কটে পাইলে হে ত্রাণ,
দয়া ধর্ম্ম আচরণ করে যেন সদা।
(জয়দ্রথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জয়দ্রথ। (স্বগত) বাঁচাইল যুধিষ্ঠির, না প্রশংসি তা'য় ,
ইহা হ'তে মৃত্যু শ্রেয় ছিল ভাগ্যে মোর।
বিষম লাঞ্ছনা আর, লোকের গঞ্জনা,
অসহ্য সকলই মম, বাঁচিয়া কি ফল ?
মরিলে ভীমের হাতে তাহা ছিল ভাল,
কেমনে যাইব এবে কুরুর সমাজে ?
হাসিবে কর্ণ, হাসিবে দুষ্ট দুঃশাসন,
শকুনি হাসিবে আড়ে, ভুজিবে সকলে।
প্রশংসিবে পাণ্ডবেরে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ,
আর পাবে মনে ব্যথা রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুকুল বধূ যত শুধিবে বিদ্রূপি—
দ্রৌপদীর পদ লাথি কেমন মধুর ?
দয়ালু যে যুধিষ্ঠির কেমনে তা বলি ?
এসব গঞ্জনা হবে জানিত চতুর,
তাই বাঁচাইল মোরে, অতীব নিষ্ঠুর !

ধর্ম্ম উপদেশ করে বিদ্রূপি আমায়,
কিন্তু আমি দেশান্তরে করিব গমন।
সন্তাপে জানিবে ব্যর্থ তাহার কল্পনা।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কাম্যক বনে—প্রাতঃকালে।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী উপস্থিত।)

। ভাই আজ, কেন হেরি দুঃখিত সবারে ?
গত বিভাবরী সবার গিয়াছে, সুখে,
সুনিদ্রায়, হেন জ্ঞান হয় দেখে মম ?

ভীম। কেমনে জিজ্ঞাস রাজা ভুলিয়া সকল ?
এক মাত্র গত এই হইল শর্ব্বরী,
জয়দ্রথ কার্য্য সদা জাগিছে হৃদয়ে;
একবার না মুদিনু রাত্রিতে নয়ন।

যুধিষ্ঠির। দুঃখিত হে বৃকোদর, বচনে তোমার,
জয়দ্রথ অপমান সাধিল যে সত্য ;
নিষ্পাপে কলঙ্ক তার রটিবে সংসারে,
দ্রৌপদী অপহৃত থাকিতে পঞ্চস্বামী।
দৈবের ঘটনা ভীম, দৈব বড় বলী,
শোক ত্যাজি হৃষ্ট হও বিস্মরি সকল।

অর্জ্জুন। আপনি সন্তুষ্ট দেখি হয়েছ রাজন!
অবিস্মরনীয় হায়, জয়দ্রথ কার্য্য!

কুরুকৃত অপমান না পারি সহিতে;
দুষ্ট কুরুকুল এবে হইলেক শ্রেষ্ঠ।
আমা সবে অবহেলে, কুরুর, মন্ত্রণা,
কেমনে সহিব রাজা কহনা আমারে?
অস্ত্র শিক্ষা করি আমি, ফিরি দেশে দেশে,
দেবের দুর্ল্লভ অস্ত্র এই তূণ-গত।
এখনি আদেশ যদি কর ধর্ম্মরাজ,
কুরুদল সহ পৃথ্বী করি রসাতল।
ধর্ম্ম-ভয়, নৃপমণি! কর যত তুমি,
কুরুগণ আমাসবে অবহেলে তত।

ভীম। ধর্ম্মচিন্ত তুমি সদা ওহে ধর্ম্মরাজ;—
বলদেখি কোন ধর্ম্মে এমত লিখন,
অনুগত ইষ্ট তুচ্ছ, নয় কি অধর্ম্ম?
ভ্রাতা তব ধনঞ্জয় দেব দৈত্য ত্রাস—
অই দেখ মাদ্রীসুত সর্ব্বদা মলিন;
কোমালাঙ্গী কৃষ্ণা, রাজা করে দাসী বৃত্তি,
সহস্র সহস্র দাসী যার সেবা-রত!
সে সুখ সম্পদে আজ দিয়া বিসর্জ্জন।
ধর্ম্মরাজ! বনবাসে হয় কোন্ ধর্ম্ম?
কোন্ বলে হীন তুমি কারে কর ভয়?
এখনি নাশিব কুরু পাই যদি আজ্ঞা।

যুধিষ্ঠির। সত্য বাক্য লাগি আমি হয়েছি এমন,
সত্য লঙ্ঘিবারে মোর নাহিক শকতি।
সত্যধর্ম্ম রক্ষা হেতু সকল নিগ্রহ;
সুপ্রসন্ন চিত্তে ভাই সহ কিছু কাল।
অনুগত হিত জ্যেষ্ঠ অবশ্য কর্ত্তব্য;
কিন্তু শুন সার ধর্ম্ম, সদা সত্য কথা।

সত্য-ভ্রষ্ট হলে নর—তুচ্ছ, অবিশ্বাসী।
তাই বলি কিছু কাল ক্ষমহ আমারে।

দ্রৌপদী। অক্রোধ তোমার মত নাহিক সংসারে,
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ বল নাহি করে কেবা?
রাজ্য ধন হয় রাজা ধর্ম্মের সোপান,
ধন হতে দান, ধর্ম্ম, পর-উপকার,
ধনবান হলে রাজা, সকলই সম্ভব।
হেন রাজ্য ধন তব, হরে লয় কুরু।
নির্ধন এখন, ধর্ম্ম সাধিবে কেমনে?

যুধিষ্ঠির। সত্য যা বলিলে তুমি দ্রৌপদী সুন্দরী!
ধর্ম্মের সহায় ধন জগত সংসারে,
ধন দিয়া ধর্ম্ম করি, ফল লাভ আশে,
এ হেন ধর্ম্মেতে মতি নহে যে আমার।
ধর্ম্ম আচরণ হয় কামনা রহিত,
ভোগ অভিলাষ ত্যজি, হয়ে অনাসক্ত।
দেবে সমর্পিয়া ফল ধর্ম্ম আচরণ—
যথা তথা থাকি কৃষ্ণা সর্ব্বত্র সম্ভব,
যথা সাধ্য ধর্ম্ম চেষ্টা নরের কর্ত্তব্য।

ব্যাসের প্রবেশ।

(সকলে সসম্ভ্রমে উত্থান করিয়া)

পাদ্য অর্ঘ আন হেথা সহদেব ভাই,
সসম্মানে বন্দিসবে প্রভুর চরণ।
শুভক্ষণে সুপ্রভাত হইল যামিনী,
তাই আজ ঘটিল যে চরণ সাক্ষাৎ।

(ব্যাস পদ প্রক্ষালান্তর পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে সকলে বসিলে)——

ব্যাস। বহুদিন না দেখিনু তোমা সবাকারে,
তাই ভাবিলাম আজ করিব সাক্ষাৎ।
শুনিলাম আর, পার্থ এবে প্রত্যাগত।
কি রূপে কাটালে কাল স্বর্গেতে অর্জ্জুন?
কহ শুনি সবিস্তারে, শিখিলে কি বিদ্যা,
কিন্তু কেন বিষণ্ণ হে আজ সর্ব্ব জন?
নূতন কি শোক হায়! স্পর্শিল পাণ্ডবে?

যুধিষ্ঠির। দুখের কাহিনী প্রভু কর অবধান।
পঞ্চ ভাই রহি মোরা সদা বিড়ম্বিত।
পাণ্ডবের চির-রিপু কুরুকুলপতি,
জয়দ্রথে পাঠাইল কাম্যক কাননে,
সেই দুষ্ট পাপমতি হরিল দ্রৌপদী,
বন মাঝে, ভীম তার পাইয়ে সাক্ষাৎ,
চড়, লাথি, কিল আদি করিল লাঞ্ছনা;
কিন্তু মম বাক্যে তারে না মারিল প্রাণে।
দ্রৌপদী হরণ কথা রটিবে সংসারে,
তাই ভাবি পঞ্চ ভাই হয়েছি বিষণ্ণ।

ব্যাস। দৈব দুর্ব্বিপাকে রাজা, ঘটে হে সকল;
জানকী হরণ কিহে নাহি তব মনে?
ধর্ম্ম অনুচারী লোক কত পায় কষ্ট,
ইতিহাস গাঁথা কথা, ভুলিলে কি সব?
ধর্ম্ম রক্ষি, কষ্ট তুমি পাও যে কিঞ্চিৎ,
ধর্ম্ম উপদেশ স্মরি চিত্ত কর স্থির,
ধর্ম্ম অনুচারী তুমি, তুমি ধর্ম্মরত।
জয়দ্রথ না মরিল তব অনুরোধ,
বিপন্ন দেখিয়া তব দয়ার সঞ্চার।
দ্রৌপদী হরণ কথা শুনে যেই নর,
সশরীরে স্বর্গবাস এই মোর বাণী।

ভীম। ধার্ম্মিক প্রধান তুমি, মহামুনি ব্যাস,
সদা ধর্ম্ম কথা কহ ধার্ম্মিক সমাজে।
ক্ষত্রকুল জাত যোরা যাহারে আছে বল
ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে দণ্ডিতে দণ্ডার্হে
কোন ধর্ম্ম নিষেধিছে বলত আমারে?
ভীমার্জ্জুনে অবহেলি ক্ষুদ্র জয়দ্রথ,
ছলে, বলে, হরে আসি, পাণ্ডবের জায়া;
না মরিল শুধু সেই ধর্ম্ম অনুরোধে।

ব্যাস। সত্য যা বলিলে ভীম, আমার গোচর।
কিন্তু ভাব সেই ভাব, কেমন মহান!
মোহন চরিত্র কিবা সেই মনোরম!
নিজ ক্ষতি বিস্মরি যে শত্রু দুঃখে দুঃখী;
তার সুখ কামনাতে নাশি নিজ সুখ,
রোষ ত্যাজি ছাড়ি দেয় পামর রিপুরে।
তাই বলি ভীম তুমি করেছ যে কর্ম্ম,
সংসারে ঘুষিবে খ্যাতি অসীম অপার।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানী দেখ সংসারে কতেক।
অতএব স্থিরচিত্ত হও তাই সব,
ধর্ম্ম আচরণে লভ চিত্তের প্রসাদ।

দ্রৌপদী। কেমনে প্রসন্ন আমি, হই তপোধন!
হস্তেতে ধরিল মোর অপর পুরুষে,
কি লজ্জা সংসারে হায়, কলঙ্ক রটন!

ব্যাস। অপর পুরুষ স্পর্শে না হবে দুঃখিত,
তুমি বীর-জায়া, কৃষ্ণে, অপার নন্দিনী!
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমা হরে জয়দ্রথ,
ইথে নাহি পাপ স্পর্শে কহিনু তোমায়।
অধিক সে হয় তব সম্বন্ধে কুটুম্ব;

তাই বলি খেদ ভুলি হও হৃষ্টচিত্ত
সতীখ্যাত হবে তুমি এই ত্রিভুবনে।

যুধিষ্ঠির। সুচিন্তা প্রফুল্ল চিত্ত তোমার প্রসাদে।
বিষাদ ঝটিকোত্থিত শোকোর্ম্মি বিগত,
প্রশান্ত মানস, এবে চিত্ত সুপ্রসন্ন।

ব্যাস। এবে মাগি হে বিদায়, চলি নিজ স্থানে,
ধর্ম্ম আচরণ কর তোমরা সকলে।
কৃষ্ণে সমর্পিবা কর্ম্ম, দেবে রাখ ভক্তি,
ধর্ম্ম স্মরি কাল যাপ, হবে ধর্ম্মে জয়,
আনায়াসে হবে পার কৃত যে নিয়ম।

[সকলের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

-ঃ-*-ঃ—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ-*-ঃ—

হিমালয় পর্ব্বত—সন্ধ্যাকাল।

(তপস্বী বেশে জয়দ্রথ উপস্থিত।)

জয়দ্রথ। (স্বগত) হে শিব শঙ্কর দেহ পাদাশ্রয়,
কর করুণা এ দীন জনে,
বিতরিয়া কৃপা, বিস্তারিয়া পদছায়া,
রক্ষ প্রভু, কৃপাসিন্ধু এ ঘোর সন্তাপে।
তুমি দেব মহাদেব, তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
করুণা নিধান তুমি, হর, সর্ব্ব স্বামী,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সুরাসুর,
সবে পূজে নিত্য তোমা, তুমি দেববিভু,
হে অনাদি, মহাদেব, সংহার কারণ,
সংহার সন্তাপ মোর, বিতরিয়া কৃপা,
আমি অতি অভাজন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
পড়িয়া শঙ্কটে লয়েছি শরণ!
তাই প্রভু দয়া করি, তবে যে পাইতে পারি,
বিপদে নিস্তার অকুল সাগরে।
শত্রু হস্তে ঘোর দায়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা,
সহিতে না পারি প্রভু লোকের গঞ্জনা,

সাধিতে মনের সাধ ব্যাপী দীর্ঘ কাল,
ঘোর তপ মহাক্লেশে সাধি দিবা নিশি,
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে গ্রীষ্মে পঞ্চতপা,
অগ্নি মধ্যে উৰ্দ্ধপদে জপি হেট মুণ্ডে,
বর্ষা কালে বৃষ্টিজলে তিতি অহর্নিশি,
শীতল সলিলে পশি শীতে ডাকি তোমা,
একচিত্তে অবিরাম করি তব ধ্যান।
স্তবে তুষ্ট এ জগতে হয় সৰ্ব্ব জন,
তাই প্রভু স্তুতি বাদে গাই তব গান।
—হে শিব শঙ্কর দেহ পদাশ্রয়,
—কর করুণা এদীন জনে।
তুমি শক্তি মহাশক্তি, তুমি মহাদেব,
মহতী তোমার কীৰ্ত্তি, তুমি মহেশ্বর,
মহাদ্যুতি আশুতোষ অপার মহিমা,
দয়াকরি উদ্ধার হে এ ঘোর দুস্তরে।

ব্রাহ্মণ বেশে শিবের প্রবেশ।

শিব। কি নিমিত্ত কর ওহে এ ঘোর তপস্যা,
কিবা যে বাসনা তব কহ সবিস্তারে।
কোন্ দেব পূজ তুমি কিবা কামনায়,
গ্রীষ্ম বর্ষা অবহেলি সহ এ যাতনা?

জয়দ্রথ। কে তুমি কিসের লাগি এলে এইস্থানে,
বাধা দিয়ে মোরে এবে কিবা লাভ তব?
দুরন্ত মনের তাপে সাধি ঘোর তপ,
হইলে প্রসন্ন শিব, ফিরি তবে দেশে,
নতুবা সমাধি করি ত্যজিব জীবন।

শিব। তোমাতে প্রসন্ন আমি, চাহ কিবা বর।

জয়দ্রথ। কে তুমি কি বর দিতে হও হে সক্ষম?
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন কর বিড়ম্বনা?
রহস্য ত্যাজিয়া যাও যথা নিজ স্থান,
সাধি আমি নিজ কার্য্য অনন্য মানসে।

শিব। ইষ্টদেব আমি তব পূজ তুমি যারে,
ব্রাহ্মণ বেশেতে আমি হয়েছি উদয়,
সদয় তোমার প্রতি এবে মহাদেব।

জয়দ্রথ। কেমনে জানিব আমি তুমি মহেশ্বর;
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে দেখি যে মুরতি,
যার নাম মন্ত্রে আমি করি সদা জপ,
যাহার প্রসাদ লাগি আচারি তপস্যা।
প্রসন্ন আমারে যদি ইষ্ট দেব তুমি,
ভুবন মোহন রূপে দাও দেখা তবে।
শিরে শোভুক্ জোটা জুট সহ কাল ফণী,
তাতে বিরাজুক গঙ্গা কল কল কলে,
গলেতে রুদ্রাক্ষ সহ অস্থি মালা আর;
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ফণীগণ বান্ধা,
কণ্ঠে কালকূট আভা ওহে নীলকণ্ঠ,
গাল বাদ্যে কক্ষ বাদ্যে পূর হিমালয়।

(ব্রাহ্মণ বেশে তিরোভাব নিজ বেশে শিবের আবির্ভাব)

শিব। এই দেখ সেই আমি রয়েছি হেথায়,
কোন বরপ্রার্থী তুমি মাগ বাঞ্ছা মত।

জয়দ্রথ। আমারে প্রসন্ন যদি তুমি দয়াময়,
পুরাও বাসনা মম বাঞ্ছা কল্পতরু,
মনোমত বর দিয়ে ঘুচাও সন্তাপ।
পাণ্ডব হইতে আমি পেয়েছি যন্ত্রণা।
হেন বর দাও প্রভু, পারিব যাহাতে

বধিতে পাণ্ডবে, হয়ে তব বলে বলী।

শিব। মাগ অন্য বর রাজা, নহি যে সক্ষম,
পাণ্ডবে বধিবে তুমি, দিতে হেন বর।

জয়দ্রথ। যাও চলি মহাদেব তবে নিজস্থান;
পাণ্ডবে বধিব আমি যুদ্ধে পরাজিয়া।
তাই সে কারণে আমি করি মহাতপ;
সদয়ে উদয় যদি, দেহ দেব বর,
নাহি কায অন্য বরে জানিহ নিশ্চয়।

শিব। রাজ্য, অর্থ, ধর্ম্ম কিম্বা অন্য যে কামনা,
লহ চাহি মোক্ষ পদ, যাহা লয় চিতে;
পাণ্ডব অনিষ্ট বাঞ্ছা ত্যাজ নৃপবর।

জয়দ্রথ। নাহি চাহি তব স্থানে রাজ্য কি সম্পদ,
সংসারে নাহিক মোর অপর বাসনা।
চতুবর্গ ভিক্ষা আমি না করি কখন।
জিনিব পাণ্ডবে, নয় ত্যাজিব জীবন।
যে দুঃখ দিয়াছে মোরে তারা দুরাচার,
দিব তার শোধ, হয়ে তব বলে বলী।

শিব। পাণ্ডব কৃষ্ণের সখা, দেব-প্রিয় তারা,
পাণ্ডবে জিনিতে কেহ নহে যে সক্ষম;
রক্ষেণ তাদের, বিষ্ণু দুর্জ্জয় সমরে,
ত্রি সংসারে নাহি কেহ তাহাদের তুল্য;
ত্রিলোক একত্র যদি হয় হে রাজন্,
কৃষ্ণ সহ সে পাণ্ডবে কে জিনিবে বল?
অন্য কোন বর চাহ যাহা ইচ্ছা তব,
অসাধ্য সাধিতে বর দিবে কোন দেবে?

জয়দ্রথ। বৃথা তবে আমি শিব পূজিনু হে তোমা,
বৃথা করি আমি শিব ইষ্ট মন্ত্র জপ—
বৃথা এ তপস্যা মম, বৃথাই সকল।
প্রসন্ন যদ্যপি তুমি, পুরাও বাসনা।
নতুবা জগতে তব রটিবে কলঙ্ক,
হরে পূজি জয়দ্রথ না পাইল বর।
দেখাদিয়ে বর দিতে নারিলেন শিব,
ভক্ত বাঞ্ছা না পুরাল দেব আশুতোষ।
শিব পূজা হলো বৃথা, এই যে কলঙ্ক;
তুমি কি সহিবে ঠাকুর ত্রিলোক নিন্দা?

শিব। কোন দোষ নাহি করে পাণ্ডুর নন্দন,
পাপ ভয়ে ভীত সদা—সদা সশঙ্কিত,
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু পায় তারা কত কষ্ট।
দেব দ্বিজে ভক্তিমান, দান ব্রতে রত,
এ হেন পাণ্ডব নাশ ইচ্ছ পাপাশয়!
নরক তোমার ভাগ্যে জানিনু নিশ্চয়।

জয়দ্রথ। যত পার বল তুমি ওহে সদাশিব,
প্রদানহ বর, নয় যাও নিজস্থান;
জপিব তোমার নাম জীব যত দিন।

শিব। দেবানুগৃহিত সবে পাণ্ডুর নন্দন,
বিশেষ যে পার্থ হয় দিব্য অস্ত্রধারী,
বৃথা কেন কর তুমি বাক্য আড়ম্বর;
ধন, জন, সুসম্পদ, হয় যাহা ইচ্ছা,
মাগিয়া লভহ সব ভোগ্য বস্তু যত।

জয়দ্রথ। ভোগ সুখ নাহি বাঞ্ছি, ওহে মহেশ্বর!
প্রবল হিংসায় মোর জ্বলিছে হৃদয়।
পাণ্ডবেরে বিনাশিব এই বাঞ্ছা মোর।

শিব। একান্ত যদ্যপি পণ কর, তবে শুন,
এক দিন পার্থ বিনা জিনিবে পাণ্ডবে—
অপর পাণ্ডব চারি হইবে বিজিত ;
এক দিন মাত্র ইহা জানিহ নিশ্চয়।
এই বর লহ যদি হয় ইচ্ছা তব।

জয়দ্রথ। (স্বগত) এক দিন তরে তবে ভীম পরাজয় !
(প্রকাশ্যে) সপার্থ জিনিতে যদি নহিব সক্ষম,
তবে দেন বর প্রভু কহিলেন যাহা।

শিব। তাই হবে ওরে মূঢ় আদেশ আমার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—:*:—

বিরাট-সভা তলে—প্রাতঃকাল।

(কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকী ও অভিমন্যু প্রভৃতি আসীন—ছত্র ও দণ্ডধারী আদি ও সৈন্যগণ উপস্থিত)

কৃষ্ণ। বিবাহের সমারোহ হইল অতীত ;
উত্তরা—বিরাট-বালা, পাণ্ডুপুত্র বধু।
আনন্দ উৎসব গত, গত বিভাবরী
প্রভাতে সবার জ্ঞান হয়েছে প্রসন্ন,
চিন্তিয়া প্রত্যেকে সবে কর আলোচনা,
প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবের কি হয় কর্ত্তব্য ?
এই ধর্ম্মরাজ দেখ ধর্ম্ম-অবতার,
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানী রাজা, সদা সত্য-রত ;
ধর্ম্ম অনুসারে প্রজা পালি বহুকাল,—
যাগ যজ্ঞ দান ব্রত আচরিল সদা,—
খল কুরু দল তরে কপট আচারে,
দ্যূতে হরি রাজ্য, ধন পাঠাইল বন।
এক এক করি রাজ্য বিস্তৃত ভারত,

ভারতের মানচিত্রে লিখে যত দেশ;
কৌরবের হস্তগত—কুরুর অধীন;
নিয়মিত বনবাস অজ্ঞাত বৎসর,
ভুঞ্জিল বিপুল কষ্ট অক্ষুন্ন হৃদয়ে,
ধার্ম্মিক ইহার তুল্য নাহিক সংসারে।
এতেক যন্ত্রণা তবু না হিংসে কৌরবে,
বরঞ্চ কৌরব হিত করয়ে কামনা।

ভীম। যে সব যন্ত্রণা কৃষ্ণ পেয়েছি আমরা,
প্রতিশোধ তার এবে অবশ্য কর্ত্তব্য।
পরাজি কৌরবে রাজ্য উদ্ধারিব বলে,
প্রচণ্ড আহবে বলি দিব কুরুগণে,
কৌরবের মুণ্ড-মালা সাজায়ে আনন্দে
উপহার বলিদান দিব দেবগণে।

যুধিষ্ঠির। সম্বর সম্বর ক্রোধ ভ্রাতৃগণ সব।
যুদ্ধেতে আমার কভু নাহবে মনন।
হিংসা, দ্বেষ প্রবর্ত্তক যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কার্য্য জীব প্রহরণ।
যুদ্ধানলে দগ্ধ রাজ্য প্রজার পীড়ন।
সেনা ক্ষয়, লোক ক্ষয়, অর্থক্ষয় আর,
জ্ঞাতি বন্ধু নাশ, যুদ্ধ কুলক্ষয়-কর।
এহেন যুদ্ধেতে আমি নহি অগ্রসর।

কৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও ভীম শুন আমার বচন।
যুধিষ্ঠির চিত্ত আমি জানিয়াছি ভাল;
নাহি বাঞ্ছে দেব রাজ্য অধর্ম্মে অর্জ্জিত।
ধর্ম্মেতে থাকিয়া যদি পায় গ্রাম্য-রাজ্য,
বরঞ্চ তাহাতে তুষ্ট ধর্ম্মরাজ মতি।
কৌরব ভুঞ্জয়ে এবে সকল সাম্রাজ্য।

পাণ্ডব অর্জ্জিত রাজ্য যাছিল পূর্ব্বেতে
ফিরাইয়া নাহি কেন দেয় কুরুগণ ?
স্বরাজ্য প্রাপ্তির হেতু দূত একজন
অবশ্য যাইবে এবে, কুরুর সমাজ।

ভীম। কৌরব হরিল রাজ্য কপট আচারে,
কৌরবে মাগিবে ভিক্ষা পাণ্ডব কেমনে ?

যুধিষ্ঠির। বনবাস বহুকষ্ট অল্পকাল গত,
সম্মুখে বিপদ বহু রয়েছে এখন।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দূত কর মনোনীত ;
বিনম্র, বিনীত, বিজ্ঞ বাক্যেতে কুশল,
উপদেশ কর তারে, বলিতে বচন,
শান্ত, ধীর, নম্র, ভাবে ছাড়ি দিতে রাজ্য।

সাত্যকী। যাইবে যাউক দূত কুরুর সমাজ,
বিনম্র বচন কেন বলহে কহিতে ?
খল কুরুগণ, তারা অধার্ম্মিক অতি,
সম্পদ-মদগর্ব্বিত, অত্যন্ত দাম্ভিক।
নম্রতায় দুর্ব্বলতা করি অনুমান,
অবহেলা করি তারা করিবে উপেক্ষা।
কোন্ বলে হীন তুমি, কারে কর ভয় ?
সহজে কৌরব যদি নাহি দেয় রাজ্য,
বিনাশি সকলে তবে যত কুরুগণ,
উদ্ধারিব ধর্ম্মরাজ্য, শৌর্য্য বীর্য্যবলে।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু বলাবল এবে করহে বিচার
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর্য্যে ভুবন বিখ্যাত,
শত ভাই দুর্য্যোধন সমর প্রচণ্ড ;
তেজস্বী সকলে তারা রণ বিশারদ,—

ধন জন বলে কুরু প্রবল এখন ;
ভীষ্ম সমকক্ষ কেবা পাণ্ডবের দলে ?

অভিমন্যু। কিসের আশঙ্কা তুমি কর জেষ্ঠ-তাত ?
ফেরুপাল সম আমি দেখি কুরুগণে,
সিংহের শাবক সম প্রবেশিয়া রণে,
কুরুকুলে বিনাশিব অতি অবহেলে।
সুপক্ক শস্যের বৃন্ত কাটে যথা চাষী
তেমতি কাটিব ধরি খড়্গ খরশাণ।
দেখাইব বীর্য্য মম সমর-প্রাঙ্গনে।
সশস্ত্র কুরুর দল পলাইবে কোথা ?
পিতা মোর ধনঞ্জয় সদা রিপুত্রাস,
অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর দেব দৈত্য নরে।
তাঁহার সন্তান আমি আর্য্য বংশধর,
পরাক্রমে আর্য্য রাজ্য করিব উদ্ধার।
তব রাজ্যে অন্যে রাজা নাহি যায় সহা,
পরাধীন হয়ে থাকি করিব গোলামি ?
প্রভু বলি অন্যজনে করিব পূজন ?
চিরকাল কাটাইব দাসত্ব শৃঙ্খলে ?
পৃথিবীতে যত দেশ যতেক রাজত্ব,
বর্ব্বর অসভ্য জাতি, মেলেচ্ছ যবন,
সবাই সাধীন তারা, সবাই স্বাধীন !
কে চায় বাঁচিতে হয়ে স্বাধীনতা হীন ?
কুরুগণে দিয়ে রাজ্য, হয়ে পরাধীন,
ভুঞ্জিবে অশেষ ক্লেশ পাণ্ডবের নাথ ?
নাহি বল তব ভুজে, মনেতে সাহস ?
সুদৃঢ় সংকল্প যদি কর নরবর—
স্বরাজ্য উদ্ধার করা বল কোন ছার ?
স্বরাজ্য উদ্ধার হেতু যদি প্রাণ যায়,

তাহে কিবা ক্ষতি, ঘরে জন্মিলে মরণ ?
দলে দলে আর্য্য সৈন্য মরে যদি রণে,
অগণিত আর্য্যবংশ রহে ক্ষয় তাতে।
সম্মুখ সমরে পড়ি যদি যায় প্রাণ,
বাঞ্ছিতব্য মৃত্যু সেই, আর্য্যগুরু শিক্ষা,
মহাবলবান দেখ তব ভ্রাতৃগণ,
কিবা আস্ফালন দেখ করিছেন ভীম ;
বীর্য্যবন্ত ভীমসেন করিলে সমর,
দুষ্ট কুরুসুত সবে হইবে নিপাত।

ভীম। ধন্য বৎস অভিমন্যু, সাধু বংশ ধর,
তোমা হতে জানি হবে কলঙ্ক মোচন।

যুধিষ্ঠির। স্বরাজ্য উদ্ধার তবে অবশ্য কর্ত্তব্য ;
কিন্তু তবু দূত এক পাঠাও সত্বর।

অর্জ্জুন। কুরুসভা মাঝে দূত যাইবে অবশ্য,
তোমার প্রস্তাব কৃষ্ণ ধর্ম্মের আদেশ।
কিন্তু এক কথা বলি শুন বাসুদেব,
পাপ কুরুগণ রাজ্য দিবেনা সহজে ;
দম্ভ বিমোহিত তারা মদান্ধ গর্ব্বিত।

কেহ কি সহ সক্ষম ভেদিতে এ ব্যূহ—
বীর যত উপস্থিত আছ মম পক্ষে ?

সাত্যকি। চক্রব্যূহ মোরা কভু না দেখি নয়নে,
চক্রব্যূহ রচা কথা না শুনি শ্রবণে,
আগম নির্গম তার না জানি কথন ;
কিন্তু পারি যুঝিবারে, করি প্রাণ পণ।

যুধিষ্ঠির। পার্থ মম বলাবল পার্থের ভরসা।
পার্থ বিনা এ দুস্তরে কে তারিবে বল ?
কেমনে রক্ষিবে ভীম আজ সৈন্যগণে ?
সৈন্য রক্ষা হেতু এক ভাবি আমি চিত্তে,
আপন বিসর্জ্জি আজ রাখিব সকলে ;
আমারে পাইলে দ্রোণ হইবে নিবৃত্ত ;
আশু সৈন্য রক্ষা করি, পরে যাহা ঘটে।

নেপথ্যে। কোথা ভীম, কোথা পার্থ, কোথায় পাণ্ডব ?
কাতরে ডাকিয়ে সেনা করে পলায়ন।
পাণ্ডবের পরাজয় লিখিলেন ধাতা ;
যুধিষ্ঠির লাগি সৈন্য হইবে বিনাশ।

যুধিষ্ঠির। শিবিরে বসিয়া আমি থাকিব কেমনে ?
রাজ্য লোভে হায়! আমি প্রবেশি সমরে,
লোভের উচিত শাস্তি হইবে আমার ;
নিজ প্রাণ দিয়া তাই রাখিব সৈন্যেরে।
নাহিক এমন বীর হায় মমপক্ষে,—
ব্যূহভেদি রণ করি রাখে সেনাচয়!
একা পার্থ বিনা আর আমার দুর্গতি,
সে কেন সমর বাঞ্ছে কুরুগণ সনে ?
কুরুদলে মহাবীর এক এক জন।

নাহি অন্য বীর সম পার্থ মাত্র সার।
আমারে ছাড়হ ভীম ভূমি কুরু মাঝে।

অভিমন্যু। পার্থপুত্র অভিমন্যু থাকিতে সম্মুখে,
কেন যে বিষাদ তাত করিছ এতেক,
বীর নাহি বলি কেন এতেক আক্ষেপ?
ব্যূহভেদি প্রবেশিব নিজ ভুজ বলে।
দেখিব কেমন বীর আছে কুরুদলে!
একে একে পরাজিব যত কুরুগণ!
সম্মুখ সমরে আজ দ্রোণে নিস্তেজিব,
দেখিব কেমনে অস্ত্র ধরে দ্রোণাচার্য্য।
পার্থ সুশিক্ষিত অস্ত্র ধরি ধনুঃশর,
পার্থের বীর্য্যেতে মম শরীর গঠিত;
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব কুরু অহঙ্কার,
মুহূর্ত্তেকে হাহাকার হবে কুরুদলে।
পাণ্ডবের জয় আজ সাধিব একাকী,
ধৈর্য্য ধর মহারাজ দেহ অনুমতি,
দ্রোণাচার্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিব অবশ্য,
পার্থের অজেয়—আমি যাই ব্যূহমাঝে।
মৃগহেন দেখি আমি এই কুরুদল,
কত বল ধরি ভুজে দেখিবে জগত,
কত শিক্ষা জানি তাহা হইবে বিদিত,
বিলম্ব না কর তাত দেহ অনুমতি;
—প্রবেশিতে পারি কিন্তু না জানি নির্গম।

যুধিষ্ঠির। সাধু পুত্র অভিমন্যু সাধু শত বার,
তোমার সাহসে আজ আশ্বস্ত পাণ্ডব,
বীর কার্য্য করি পুত্র তোষ পিতৃগণে,
পুত্র হতে বাড়ে তাত, পিতার সম্মান,
নির্গম জাননা কিন্তু শঙ্কা ভাবি মনে।

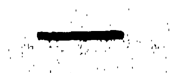
ভীম। প্রবেশি দেখাতে পথ সঙ্গে যাব আমি,
গদা হস্তে ভীম তব হবে অনুচর,
সকলে মিলিয়া যাব তোমার পশ্চাতে,—
মার মার করি সবে পশিব সমরে ;
অর্জ্জুনের উপযুক্ত পুত্র বট তুমি ;
সাধি কার্য্য প্রিয়পুত্র হও পিতৃতুল্য।
বলে মহাবলী তুমি রণেতে নিপুণ,
মহা ধনুর্দ্ধর হও তরুণ বয়সে,
গদার প্রহারে ভাঙ্গি সৈন্যের শৃঙ্খল,
নির্গমের পথ আমি করিব পরিষ্কার।

(নেপথ্যে গেল রে মলাম রে কোথা
ভীম ইত্যাদি)

যুধিষ্ঠির। সৈন্য হাহাকার ভীম সহেনা যে আর,
মো সবারে নিন্দাকরে শুন বার বার।
দিলাম সম্মতি ভীম লহ অভিমন্যু,—
সঙ্গে সঙ্গে থাকি তার রক্ষিবে সমরে।

ভীম। কোন চিন্তা নাহি রাজা, এস অভিমন্যু—

(সকলের প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক।

—:-*-:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

-:-*-:

পাণ্ডব-শিবির অন্তঃপুরে—মধ্যাহ্ন কালে

(উত্তরা ও সখী)

উত্তরা। বাছি বাছি ফুল গুলি তুলিয়াছ ভাল,
এ ফুলের শোভা সখি বাড়িবে কোথায়?

প্রণয়ের বর মাল্য হইবে ইহাতে,
প্রণয়ীর গলে মালা শোভা অতুলিত।

উত্তরা। তবে এস গাঁথি মালা অতি মনোহর,
সমর হইতে যবে ফিরিবেন নাথ,
পুষ্প মাল্য গলে দিয়া সেবিব চরণ,
সুশ্রুষায় দূর করি রণ পরিশ্রম।
স্মরিতে সমর কথা কিন্তু কেন হায়!
চিত্ত মম সচঞ্চল হ'ল অকস্মাৎ,
শঙ্কায় শুকায় রক্ত চিত্ত স্তব্ধ একি!
বল সখি কিবা ঘটে অমঙ্গল আজ?

সখী। নিত্য নিত্য করি রণ আসেন অর্জ্জুনি,
নিত্য আসি তোষে তোমা প্রণয়ী তোমার,

পার্থ পিতা কৃষ্ণ মামা তোমার স্বামীর,
অমঙ্গল শঙ্কা কিগো কর রাজ-বালা ?

উত্তরা। দক্ষিণ নাচিছে চক্ষু আর স্পন্দে বাহু,
চিত্তস্থির নহে মম না দেখি নাথেরে।

সখী। ঐ দেখ হাসি আসে বীর অভিমন্যু,
না চাহিতে মেঘ বারি পাও ভাগ্যবতী।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

তব বিরহে কাতরা এই চাতকিনী,
অদর্শনে অমঙ্গল ভাবিছে এখনি।

অভিমন্যু। কেন বা প্রেয়সি এত হয়েছ কাতর ?
কিবা চিন্তা-রাহু আসি গ্রাসে মুখচন্দ্র,
রাকাশশী সম মুখ কেনবা মলিন,
সস্মিত বদনে কেন না সম্ভাষ মোরে ?

উত্তরা। সমর সমাপ্ত হলো আজিকার তরে ?
মধ্যাহ্নে ফিরিলে নাথ কহ শুভ বার্ত্তা ;
কোন্ যোদ্ধা আজ কিবা করিল সমর,
বিস্তারি আমারে তাই কহ প্রাণনাথ,
যুদ্ধ সাজে কেন নাথ এবে আগমন ?

অভিমন্যু। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধ করে পাণ্ডব সহিত,
চক্রব্যূহ রচি যুদ্ধ করেন আচার্য্য ;
যুধিষ্ঠিরে ধরি লবে করেছে প্রতিজ্ঞা,
ব্যূহ ভেদি দ্রোণসহ আজি মম যুদ্ধ,
প্রসন্নে বিদায় প্রিয়ে এবে দেহ মোরে ;
বিজয়ী ফিরিব আমি পরাজিয়া দ্রোণে।

উত্তরা। দ্রোণ অস্ত্রগুরু শুনি কুরু পাণ্ডবের,
তার সহ যুদ্ধে তুমি যাইবে কেমনে ?

কায নাই সমরেতে ওহে প্রাণনাথ,
হৃদয় আসনে বস—রহ মম পাশ।
তরুণ বয়স তব এ নব যৌবন,
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতীব কোমল,
কমলাক্ষ বিধুমুখ নবীন শরীর,
যুদ্ধবীর হবে তুমি আশ্চর্য্য কথন;
বীর বাচ্য হতে যদি এতেক বাসনা,
প্রেম বীর হওনাথ কর প্রেম যুদ্ধ।

সখী। এ বয়সে যুদ্ধে যাবে কে দিল সম্মতি,
যুদ্ধের বয়স কিগো এই রাজপুত্র?

অভিমন্যু। ক্ষত্রকুলে জন্ম মম ক্ষত্রিয় ঔরসে,
সমরে যাইব আমি মানি ক্ষত্র ধর্ম্ম,
মহাবীর পুত্র আমি বীর তাতগণ,
সমর অনল দেখ জ্বলিছে অদূরে,
ত্যাজিয়া সমর আমি আসি তব পাশে,
প্রসন্ন হইয়া প্রিয়ে দেহ অনুমতি,
অচিরে আসিব ফিরি সাধি পিতৃ কার্য্য।
(সখীর প্রস্থান
তখন হইবে প্রিয়ে প্রেম আলাপন।

উত্তরা। বিদায় তোমারে নাথ দিবহে কেমনে?
অমঙ্গল চিহ্ন সব দেখি যে প্রত্যক্ষ;
দাসীর মিনতি রাখ আজ যুদ্ধ বাঞ্ছা,
অন্য বীর যাক্ রণে তুমি রহ হেথা।

অভিমন্যু। যুদ্ধ ত্যাজি তব কাছে রহিব প্রেয়সী।
একি কথা বল প্রিয়ে না জানি কারণ।
স্বামী যশঃ বাঞ্ছে পত্নী জগত সংসারে,

স্বামীর সুখ্যাতি নাম অতি প্রিয়তর।
রহিলে তোমার কাছে বলি কাপুরুষ,
ডাকিবে আমারে সবে এই কুরুক্ষেত্রে।
তাই কি তোমার ইচ্ছা হয় প্রিয়তমে?
প্রসন্ন হওলো প্রিয়ে বলি বার বার।

উত্তরা। বাক্যেতে তোমারে আমি পারিব কেমনে?
একেত রমণী জাতি তাহাতে অবলা,
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি হয়েছি বিহ্বল!
শঙ্কাপুর্ণ চিত্তে আমি নিবারি তোমারে।

অভিমন্যু। কিসের আশঙ্কা প্রিয়ে কর মোর লাগি,
ধনঞ্জয় পিতা মোর কৃষ্ণ যে মাতুল,
(নেপথ্যে) অভিমন্যু তুই নাকি যাইবি সমরে?
(সুভদ্রার প্রবেশ উত্তরা সরিয়া অন্তরালে।)

সুভদ্রা। সখী মুখে শুনে আমি আসি ত্বরাকরি।
অভিমন্যু। এই আমি জননী গো যাই তব কাছে,
আসিলে আপনি হেথা, দেহ গো বিদায়,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা জিনিব দ্রোণেরে।

সুভদ্রা। ভুবন বিজয়ী দ্রোণ গুরু সে পার্থের,
তার সহ যুদ্ধ পুত্র না সম্ভবে তোর,
সমরে যাইতে তোরে কে দিল আরতি,
নির্দয় এমন কেবা কঠিন হৃদয়?
সুকুমার পুত্রে আজ্ঞা করিল বিষম,
কোথা পিতা তব কোথা মাতুল তোমার?
কোথা ভীম, ধর্ম্মরাজ, মাদ্রীসুতদ্বয়?
কোথা বিরাট, পাঞ্চাল, সাত্যকী আদি বীর,
এতেক থাকিতে কেন তুমি যাবে রণে?

অভিমন্যু। সমর বারতা মাতা আপনা বিদিত,
ধর্ম্মরাজ ধরিবারে দ্রোণের প্রতিজ্ঞা,
সংসপ্তক রণে পিতা আছেন ব্যাপৃত,
চক্র-ব্যূহ করি দ্রোণ হোথা যুঝে ঘোর,
হুতাশ হলেন ভীম যুঝি প্রাণ পণে,
ব্যূহ-ভেদ রহস্য মা, না জানেন কেহ।
দ্রোণ অহঙ্কার করি হয় অগ্রসর ;
লজ্জিত মলিন মুখ দেখি পিতৃগণে,
সগর্ব্বে মাগিনু আমি যুদ্ধের আরতি,
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ দিল অনুমতি,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা যুদ্ধ জিনে আসি।

সুভদ্রা। কোমল বয়স তব পুত্র অভিরাম,
কেমনে সহিবে তুমি সংগ্রামের ক্লেশ ?
বিশেষ যুদ্ধেতে দ্রোণ অতীব দুরন্ত,
ক্ষান্ত হও পুত্র মোর যেওনা সমরে,
রাজ্য লোভে ধর্ম্মরাজ হইয়ে নিদয়,—
তোমারে পাঠাতে রণে দিল অনুমতি।
এইস্থানে রহ পুত্র, পার্থ আসে যবে,
তাঁহারে কহিব আমি ধর্ম্মরাজ কথা।

অভিমন্যু। অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি ভুজে ধরি বল,
সগর্ব্বে চাহিনু আমি করিবারে রণ।
কৃষ্ণের ভগিনী তুমি হও বীর জায়া ;
অনুচিত হেন বাক্য তুমি বীর মাতা।
সমর ত্যাজিয়া আমি রহি অন্তঃপুরে,
কাপুরুষ বলি নাম রটুক সংসারে,
ক্ষত্র ধর্ম্ম বিসর্জ্জিব তেয়াগি সমর ;
এমন কুৎসিত আজ্ঞা না কর আমারে।

আশীর্ব্বাদ করি মাতা ত্বরা দেহ আজ্ঞা,
সমরে প্রবেশি আজি শত্রু পরাজিব।

(নেপথ্যে, অভিমন্যু কোথায় বলিয়া ডাকা)

শুন শুন ওগো মাতা ডাকিলেন ভীম,
বিলম্ব না সহে আর বৃথা কাল ক্ষয়।

সুভদ্রা। আসেন আসুন ভীম না ডরি তাঁহাকে,
দেখিব কে লয়ে যায় সিংহীর শাবক!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। এখানে রহিয়া পুত্র কিবা কার্য্য তব?
সুসজ্জিত রথ তোর রয়েছে প্রস্তুত।

অভিমন্যু। মাতৃ আশীর্ব্বাদ আর লইতে বিদায়,
অল্পকাল এই আমি আসিয়াছি হেথা;
আশীর্ব্বাদ কর মাতা যাই রণ মাঝে।

(অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান)

সুভদ্রা। মঙ্গল করুন তোর যত দেব গণ,
এসগো উত্তরে মোরা পূজিগে দেবতা।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রণক্ষেত্রে ব্যুহ দ্বারে—মধ্যাহ্নের পর।

(অভিমন্যু)

অভিমন্যু। এইত দ্রোণের ব্যূহ ভেদি নিজ বলে
কে রক্ষিবে ব্যুহদ্বার কেবা হেন বীর ?
কোথা দ্রোণ, কোথা কর্ণ, কোথা দুর্য্যোধন,
কে পারে বারিতে মোরে যাই ব্যূহ মাঝে ?

(জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ। কে তুমি পার্থেয়, এলে মরিবার তরে !
ব্যূহ দ্বার রক্ষা ভার আমার উপর,
আমারে লঙ্ঘিবে তুমি কিবা শয় বল !
এখনি পাঠাব তোরে যমের নিকটে।

অভিমন্যু। কেবা কারে বধ করে হইবে প্রত্যক্ষ;
সমরে প্রবৃত্ত হও, নয় ছাড় দ্বার।
যাইব সত্বরে আমি যথা আছে দ্রোণ,
যুদ্ধ সাধ মিটাইব দেখাইব শিক্ষা,
চক্র ব্যূহ করি দ্রোণ করে অহঙ্কার ?

জানে না যে পার্থ পুত্র আছে বিদ্যমান !
যুধিষ্ঠিরে ধরি লবে বল হে সগর্ব্বে ?
করিব তুমুল যুদ্ধ পরাজিব সবে,
সাহস হয়ত তুমি হও অগ্রসর।

জয়দ্রথ। অল্প বুদ্ধি শিশু মতি বালক দুর্ব্বল,
অজেয় কুরুর দলে কেন বা প্রবেশ ?
ফিরি যাও কথা শুন না জানিবে কেহ ;
তোমারে বধিলে শিশু হবে কিবা ফল ?

অভিমন্যু। ভয়ার্ত্ত জনেরে আমি নাহি হানি শর,
তবে ছাড় দ্বার আমি প্রবেশি সত্বর।

জয়দ্রথ। মরণের বাঞ্ছা তোর হয়েছে নিতান্ত,
আমি কি করিব বল ঠেলেছে কালেতে !
তবে শিশু যদি তুমি একান্ত মরিবে,
যুদ্ধে অগ্রসর হও, কতক্ষণ জীবে ?

অভিমন্যু। যুদ্ধ কর দেখি আমি ধর কত বল।

(উভয়ের যুদ্ধ জয়দ্রথের মোহ ব্যূহ মধ্যে অভিমন্যুর প্রবেশ)
—পরে জয়দ্রথের চেতনা।)

জয়দ্রথ। (স্বগত) অর্জ্জুনের পুত্র বটে হয় বলবান,
ইহার যুদ্ধেতে আজ কিবা যেন ঘটে।
মোরে ঠেলি অনায়াসে গেল ব্যূহ মাঝে !

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব আদির প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। অভিমন্যু অগ্রে অই আছিল এখনি !

ভীম। ব্যূহ প্রবেশিল পুত্র একাকী সাহসে,
চল যাব ত্বরা করি প্রবেশি বলেতে।

জয়দ্রথ। কোথা যাবে ওহে ভীম এস যুদ্ধ করি,
অভিমন্যু চলিগেছে কুরু সৈন্য মাঝ,

অভিমন্যু হেন পুত্র ডুবিল সাগরে,
কেমনে উদ্ধার, তারে দেখিব এখনি?

ভীম। আমি ভীম জয়দ্রথ জাননা আমারে,
পড়ে কি মনেতে তব কাম্যবন কথা?

জয়দ্রথ। ভুলি নাই আমি ভীম সে সব লাঞ্ছনা,
আজ তার প্রতিশোধ দিব হে তোমাকে।
কেশে ধরি যতবার ঘুরায়েছ মোরে,—
কিল চড় লাথি যত করেছ প্রহার,—
এক এক করি শোধ লইব তাহার;
দেখিব কেমন যোদ্ধা তুমি বৃকোদর?

ভীম। পথ ছাড় জয়দ্রথ প্রবেশি ব্যূহেতে,
অভিমন্যু একা গেল কুরুসৈন্য মাঝে;
ফিরি আসি যুদ্ধ সাধ মিটাব তোমার।

জয়দ্রথ। দ্রোণ দত্ত ভার প্রাপ্ত রক্ষি আমি দ্বার,
আমারে না জিনে তুমি যাইবে কেমনে?
তাই বলি কর যুদ্ধ যথা শক্তি তব;
আমারে পরাজি যাও ব্যূহের ভিতর।

ভীম। তবে এস জয়দ্রথ না সহে বিলম্ব,

(ভীম ও জয়দ্রথ যুদ্ধ, ভীম পরাজয়। ক্রমে যুধিষ্ঠির আদি সকলের যুদ্ধ ও পরাজয় ও তাহাদের প্রস্থান। আবার গদা হস্তে ভীমের জয়দ্রথ সহ যুদ্ধ ও সকলের পরাস্ত। ভীমের মোহ জয়দ্রথের প্রস্থান ও শকুনির প্রবেশ।)

(ভীমকে পতিত দেখিয়া)

শকুনি। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! আয়, আয়, আয়!
ভীম পড়ে গড়া গড়ি—দেখ, দেখ, দেখ!
এমন সময় আর নাহবে, নাহবে!

ভীমের দুর্দ্দশা দেখ আর দুর্য্যোধন।

(দুর্য্যোধন, দুর্য্যোধন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকা ডাকি করিয়া হাস্য)

এখন যদ্যপি বেটা পাইত চেতন,—
উঠিয়া বধিত প্রাণ দেখিতে দেখিতে।

(আবার হাস্য ও দুর্য্যোধনকে ডাকা ভীমের গদা তুলিতে বিকট মুখভঙ্গি ও দেহভঙ্গি—না পারিয়া ফেলিয়া রাখা)

এই গদা লয়ে ভীম অনায়াসে যুঝে।
তুলিতে শকতি মোর নহিল নহিল ?

(আবার তুলিতে চেষ্টা ও মুখাদি ভঙ্গি)

চেতন পাইলে হায় বধিবে আমারে।
শিব বরে জয়দ্রথ জিনিল ইহারে।

(ভীমের চেতন সঞ্চার)

ঐ জাগে ঐ জাগে পালা—পালা—পালা।

ভীম। (উঠিয়া দণ্ডায়মান) কোথা আমি কোথা এই কুরুসেনা।
এই ব্যূহ দ্বার কোথা অস্ত্র মম।
কোথা মম গদা সদা রিপুত্রাস।
পাণ্ডবের রিপু—পাণ্ডবের রিপু,
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি,—
আর রিপু জয়দ্রথ আজ।
কোথা জয়দ্রথ পলালে কোথায় ?
ব্যূহ দ্বার রক্ষা কর এই আমি যাই।
অভিমন্যু একা গেছে ব্যূহের ভিতর,
তাহার পশ্চাতে থাকি নারিনু পশিতে,
জয়দ্রথ নিবারিল আমারে সমরে।
হিড়িম্বারি আমি ভীম রাক্ষস ঘাতন,
আমারে পরাজে কিনা জয়দ্রথ আজ।

কিবা লজ্জা কি গঞ্জনা ঘুষিবে সংসারে !
অভিমন্যু প্রবেশিল একাকী সমরে !
ভীম পরাজিত হায় আজ ব্যূহদ্বারে ?
নহিল শকতি তার প্রবেশিতে ব্যূহ ?
রণে বিমুখিল মোরে জয়দ্রথ হায় !
কাপুরুষ যারে আমি লাঞ্ছিলাম কত !

(নেপথ্যে—ব্যূহ মধ্যে কলরব)

একাকী কেমনে তুমি করিবে সমর ?
অসংখ্য কুরুর সেনা সাগর সদৃশ !
তাই ভাবি অভিমন্যু হতেছি বিহ্বল ?
থাক থাক এই আমি যাই তব পাশে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

—(০*০)—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—:*:—

যুদ্ধক্ষেত্র—সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রবেশ)

অর্জ্জুন । সংসপ্তক যুদ্ধে দিন গেল বাসুদেব,
নারায়ণী সেনা কত হইল বিনাশ !
অস্তাচলে যায় যায় দিন মণি অই,
লোহিত পাবক মূর্ত্তি দিবসের নাথ ।
কিন্তু হায় চিত্ত মম কেন যে ব্যাকুল,—
কেমনে বুঝিব কেন হৃদয় সন্তপ্ত,
অমঙ্গল চিহ্ন কেন হয় দরশন ?
ঐ দেখ দিবাকর রয়েছে গগণে,
তবে কেন শিবাগণ করে কোলাহল !
হাহাকার রবে কান্দে শ্বাপদের পাল,
মণ্ডলে বায়স জাল ফেরে ধ্বজোপরে !
ঐ শুন সিংহনাদ করে কুরুসেনা,
জয়নাদে বাদ্য ধ্বনি হয় কুরু পক্ষে
বিষম বাজিছে হৃদে পশিয়া শ্রবণে
অসহ্য হইল আজ কুরুসেনা গর্ব্ব ।

নিস্তব্ধ পাণ্ডব পক্ষ নাহি কোন রব,
অমঙ্গল কিবা আজ ঘটিল কেশব ?
ধর্ম্মরাজ হেতু হায় এবে মোর ভয়।

কৃষ্ণ। কোন শঙ্কা নাহি কর ধর্ম্মের লাগিয়া,
অল্প ক্ষতি তব পক্ষে বিপক্ষ বিনাশ,—
অচিরে ঘটিবে পার্থ কহিলাম সার।

অর্জ্জুন। তব বাক্যে বিশ্বাসি যে সর্ব্বদা কেশব,
কিন্তু নহে চিত্ত স্থির দেখি অলক্ষণ,
গাণ্ডিব ধরিতে শক্তি নাহিক আমার।
খসিয়া পড়িছে হায়! হস্তের আয়ুধ,
সজোড়ে ছাড়িতে বাণ নাহিক ক্ষমতা,
অভ্যস্ত বলিয়া মাত্র যুঝি প্রাণ পণে ;
অনায়াস সাধ্য যুদ্ধ এবে কষ্ট সাধ্য,
চিত্ত শঙ্কা পূর্ণ তাহে বাহু তেজ হীন,—
বল শূন্য হলো হায়! এবে সর্ব্ব দেহ,
সঘনে কাঁপিছে দেখ শরীর আমার,
পদদ্বয় নহে স্থির কেমনে দাঁড়াব ?
বিপদ শঙ্কায় চিত্ত ভাবনা সংযুক্ত।
চল ফিরি এবে আর কায নাই রণে,
দেখি গে শিবিরে কিবা ঘটিল প্রমাদ।

কৃষ্ণ। (স্বগত) অভিমন্যু হত বার্ত্তা কহিল যুযুৎসু,—
না কহিব পার্থে এবে সব বিবরণ।

(প্রকাশ্যে) শিবির নিকটে ওই চল যাই তবে

অর্জ্জুন। শিবির নিকটে এবে হই সমাগত,—
নীরব বিষণ্ন সব দেখি কি কারণ ?

নাহি আনন্দ উৎসব নাহি বাদ্য ধ্বনি ;
নীরব রবাব, বীণা, কাংস, করতাল,
জয় ঢাক নাহি শব্দে, না নিনাদে ভেরী
নাহি কি দুন্দভি হায় পাণ্ডবের দলে,
ঐ দেখ পাণ্ডব সেনা যায় পলাইয়া ;
হেট মুণ্ড কেন সবে দেখিয়া আমারে,
সজল নয়ন সবে কেন অপ্রফুল্ল ?
না সম্ভাষে আমা কেহ বিরস বদন !
অন্য দিন আমি যবে ফিরি যুদ্ধ হতে,
আনন্দ উৎসব হয় বাদ্য কোলাহল,
আহ্লাদে আসিয়া সবে করে প্রত্যুত্থান।
কিবা হে বিপদ হায় ঘটিল কেশব,
বাক্য হীন তুমি কেন না সম্ভাষ মোরে ?
আর ভাব অন্য দিন আসিলে যে ফিরি।
দ্রৌপদী তনয় সহ পুত্র অভিমন্যু,
প্রত্যুদগমন হায় করিত আনন্দে।
আজি কেন নাহি আসে সুভদ্রানন্দন ?
আনন্দ বর্দ্ধন আর প্রমিত বিক্রম।
সেই কৃষ্ণা পুত্রগণ আজ কেন তারা,
না আসে এখন ওহে কহ জনার্দ্দন ?

কৃষ্ণ। শিবিরে প্রবেশি বীর দেখিবে সকলি।

অর্জ্জুন। দেখিব সকল, তুমি বল কি কারণ ?
কি কারণে নাহি কহ, দেখিব সকলে ?

কিবা যুদ্ধ করে আজ দ্রোণাচার্য্য গুরু,
কি ব্যূহ রচিল আজ অদ্বিতীয় যোদ্ধা!

কৃষ্ণ। চক্র ব্যূহ রচে ছিল দ্রোণ মহামতি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাণ্ডব শিবিরে—সন্ধ্যার পর।

(ধরাসনে যুধিষ্ঠির, পদতলে নকুল, সহদেব, পার্শ্বে ভীম, ও অন্যান্য বীরগণ উপস্থিত।)

যুধিষ্ঠির। এখনি আসিবে পার্থসহ জনার্দ্দন,
বলিব দারুণ বার্ত্তা কি বলিয়া তারে,
অভিমন্যু আজ হত অন্যায় সমরে!
সুভদ্রানন্দন তার নাহিক শিবিরে,
নাহি পৃথ্বীতলে সেই পুত্র গুণধাম!
অন্যায়ে বিনষ্ট পুত্র কে বলিবে তারে?
হা হা পুত্র অভিমুন্য কোথা গেলে তুমি,
আমারে ফেলিয়া ঘোর শোক সিন্ধু মাঝে?

ভীম। সম্মুখ সমরে হায় মরিল যে পুত্র,
তার লাগি কেন শোক করছে রাজন!
সৌভদ্রেয় মহাবীর বীর চূড়ামণি,
সাধিতে ধর্ম্মের কার্য্য হারাইল প্রাণ।
অসহায় একাকী সে পড়িল সমরে,
দেহেতে থাকিতে প্রাণ নারিমু রক্ষিতে।

বড় আশা করেছিল ভীম অনুবল,
পশ্চাতে থাকিয়া তার যুঝিব আমরা।
শঙ্কটে পড়িয়া পুত্র ডেকেছে সবায়;
অন্যায়ে মারিল তারে কুরু মহা খল।

যুধিষ্ঠির। মম লাগি অভিমন্যু মরিল অন্যায়ে,
রাগ মোহে অন্ধ হয়ে পাঠানু তাহারে।
অকুল সমুদ্র সম কুরুসেনা মাঝে—
নির্গম জানেনা পুত্র কহিল আমারে,
তথাপি পাঠানু তারে সৈন্য রক্ষা হেতু;
অর্জ্জুন নিন্দিবে বলি তাহার তনয়ে,
যুদ্ধাদেশ করি তারে সমর্পিনু ভার।
প্রহৃষ্ট দুর্ব্বহ ভার লয়ে অবহেলে,
প্রবেশিল অভিমন্যু কুরুসৈন্য ব্যূহে।
ভগ্ন কর্ণ নৌকা সম ডুবিল তরঙ্গে,
অসহায় একাকী সে সেনা সিন্ধু মাঝে।
প্রতিকূল বিধি মোরে হ'ল হায় বাম!
কি বলে সান্ত্বনা আজ দিব ধনঞ্জয়ে?

ভীম। ঐ দেখ পার্থ সহ আসে নারায়ণ!

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন। ধরাসনে বসি কেন যত বীর গণ?
সবাকার মুখে দেখি শোকের লক্ষণ,—
বিরস বদন আর অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
ঘন ঘন বহে শ্বাস অবনত মুখ,
সকল হে রহিয়াছে—কই অভিমন্যু,
কহ কহ ধর্ম্ম রাজ কোথা পুত্র মম?
বৃকোদর হেট মুণ্ড নীরবে রোদন,
শুনিলাম চক্র ব্যূহ রচে আজ দ্রোণ,

চক্র ব্যূহ ভেদ বিধি জানে কৃষ্ণ, পার্থ ;
আর যত বীর আমি দেখি যে হেথায়,
ভেদিতে সক্ষম কেহ নহে সেই ব্যূহ,
ভেদ প্রকরণ মাত্র জানে অভিমন্যু,
নির্গম তাহারে আমি না শিখানু কভু।
ব্যূহ করি দ্রোণ যুঝি আসে ধরিবারে ;
আপনা রাখিতে রাজা প্রেরিল কুমারে।
কুরুসেনা মাঝে তাহে মরিল নন্দন,—
তরুণ বয়স্ক পুত্র ললিত মোহন,
সন্তানে বিনাশি কি হে হয়েছ শোকার্ত্ত ?

ভীম। উঃ হায়—

অর্জ্জুন। নীরবে রহিলে কেন ওহে বৃকোদর।
কি বলে বলিবে বল নিদারুণ বাণী,
অনুভবে বুঝি আজ মরিল যে পুত্র,
সুভদ্রা নন্দন হায়! প্রিয় পুত্র মম,—
কোন মুখে আজ আমি ভেটিব সুভদ্রে!
কি বলে বলিব তারে মরিল সন্তান!
হা কৃষ্ণা! হা কুন্তি! তোমরা ভাল বাস,—
তোমরাও হারাইলে অভিমন্যু ধনে!
প্রিয়তম, প্রাণাধিক, প্রীতির ভাজন,—
কেবা তারে বিনাশিল—সংহারিল কেবা ?
পুত্র মোর পরাক্রান্ত কৃষ্ণ সমকক্ষ,
সুভদ্রার স্নেহ পাত্র আদরে লালিত,—
শৌর্য্য বীর্য্যশালী পুত্র না দেখি যদ্যপি,
নিশ্চয় কহিনু আমি যাব যম ঘর!
সুভদ্রার শোক আমি নারিব সহিতে।
নীরব সকলে তবে মরেছে তনয়,
কেবল স্মরণ হয় তার গুণ রূপ,

আর কি দেখিব মূর্ত্তি হায়! সমুন্নত
সাল পোত সম, পুষ্ট, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ,
কিবা কেশ মৃদু কুঞ্চি, চিক্কণ, উজ্জ্বল,
কিবা চক্ষু, মৃগ শিশু তুল্য, মনোরম,
বিক্রান্ত কিবা সে মত্ত মাতঙ্গ সমান,
সর্ব্বদা সস্মিত মূর্ত্তি শান্ত প্রিয় বাদী,
গুরু বাক্য অনুরত কিবা চমৎকার,—
মহোৎসাহ, সদানন্দ, অনীযানু সারী,
ভক্তানুকম্পী, কৃতজ্ঞ, দান্ত, জ্ঞানবন্ত।
কৃতাস্ত্র সমর প্রিয় প্রিয় আত্মীয়ের,
শত্রুভয় বর্দ্ধন আত্মীয় হিত রত
পুত্র মম, পিতৃগণ বিজয়াভিলাষী,
সর্ব্বগুণ অলঙ্কৃত পুত্র বাসুদেব,—
না হেরি যে সুপুত্রের সুন্দর বদন,
মনোজ্ঞ দেব দুর্ল্লভ নিরুপম রূপ;
না শুনি তাহার সেই বীণা রব বাণী,—
কেমনে বাঁচিব কৃষ্ণ কোথা শান্তি পাব?
অসংখ্য সহায় যুক্ত ছিল যে তনয়,
আজ কিনা রণ ভূমে শুয়েছে ধরায়!
শকুনি কুকুর শিবা গণে কিনা আজ—
আকর্ষিছে দেহ তার হায়, শরবিদ্ধ!
শয্যাশায়ী হ'লে যেবা হত উপাসিত,
বন্দীগণ স্তুতি গানে জাগরিত সেই;
শৃগাল বিকৃত স্বরে আজ ডাকে কাছে!
কেমনে ভুলিব আমি সে পুত্রে কেশব!
অতৃপ্ত থাকিত চিত্ত দেখি পুন পুন,—
সেই পুত্রধন আজ হায় অপহৃত!
অরে রে দারুন কাল নিদারুণ বিধি,

অভিমন্যু হরে নিলি কেমন সাহসে!
অথবা উত্তম তুমি পেয়েছ অতিথি,
ইন্দ্র আদি দেব সহ তুষিছ তাহারে।
কহ ধর্ম্ম রাজ বার্ত্তা বল বল মোরে—
কেমনে মরিল পুত্র যোদ্ধা ধনুর্দ্ধর?
প্রবেশিল ব্যূহমধ্যে যখন কুমার,
অরাতি শর নিকরে হায় হয়ে বিদ্ধ,
"তাত রক্ষ" বলে পুত্র স্মরিল কি মোরে?
দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ আদি নৃশংস গণের
অবিরত বাণে কিহে হ'য়ে নিপীড়িত,
সাহায্যার্থী অভিমন্যু ডাকে উচ্চৈস্বরে?
অথবা সে নাহি করে কোন আর্ত্তনাদ।
পরাক্রান্ত পুত্র মম ভাগিনা কৃষ্ণের;
কঠিন আমার হৃদি হায়! বজ্র সম।
হেন পুত্র শোকে তাই না হ'ল বিদীর্ণ।
নিষ্ঠুর অরাতিগণ হানিল কেমনে,—
মর্ম্ম ভেদী শর তার সুকোমল বক্ষে;
কি যে বলে শান্ত আমি করিব সুভদ্রে;—
পুত্র শোকাতুরা যবে জিজ্ঞাসিবে মোরে?
শোক আকুলিত যবে কাঁদিবে উত্তরা,
তাহা দেখি যদি হৃদি না হয় বিদীর্ণ;
অবশ্য জানিব তবে বজ্র সম হায়!

কৃষ্ণ। সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি মহামতি পার্থ,
অকারণ শোক কেন কর বীর বর?
সংগ্রামে পড়িয়া স্বর্গে গেল অভিমন্যু,
বিলাপ তাহার লাগি নহে যে উচিত,
বীর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু সংগ্রামে পতন;
আর্য্য ধর্ম্ম উক্তি এই জানহ সকলই;

জ্ঞাতব্য বিষয় সব অবগত তুমি,
শোকাকুল দেখি তোমা হ'ল ক্ষীণ মন।
সুহৃদগণ, নৃপগণ, ভ্রাতৃগণ, তব,—
শোক ত্যাজি প্রবোধ হে এ সবারে তুমি।

অর্জ্জুন। কেমনে পড়িল যুদ্ধে কহ ভ্রাতৃগণ,—
সেই পুত্র মম হায়! রাজীব লোচন,
শুনিব শ্রবণে এবে কহ বিস্তারিয়া,
কোন কোন বীর সনে যুঝিল কুমার।
তোমরা সকলে ছিলে সসস্ত্র সসজ্জ,—
তথাপি মরিল পুত্র আশ্চর্য্য বারতা!
কৃতাস্ত্র যে শস্ত্র পাণি পাণ্ডব পঞ্চাল,
দেবগণ নহে ক্ষম সহ যুঝিবারে।
আগে নাহি জানিতাম হায়! অসমর্থ,—
পাণ্ডব পঞ্চাল গণ রক্ষিতে তনয়ে
তবে আমি ধ্রুব তারে রক্ষিতাম সদা।
রথে থাকি অস্ত্র বৃষ্টি করিলে তোমরা,
তথাপি বিনষ্ট পুত্র হইল সমরে?
জানিলাম কিছু মাত্র নাহি পরাক্রম,
পৌরুষ অথবা শৌর্য্য নাহি তোমাদের;
নতুবা মরিবে কেন পুত্র অভিমন্যু।
জানি তোমা সবে ভীরু অকৃত নিশ্চয়,
হন্তী মুর্খ আমি করি অন্যত্র গমন,
মরিল তনয় তাই দুর্ব্বল তোমরা।
ধিক্ রাজা যুধিষ্ঠির ধিক্ বৃকোদর,
বৃথা বল, গর্ব্ব তুমি কর নিরন্তর,
বৃথা ধর গদা, বৃথা অসি, ধনুঃ শর,
শেল, শূল, জাঠা, পাশ, মুষল, মুগদর,—

ভোষণ্ডী তোমার আর যত অস্ত্রগণ,
কার্ম্মুক, তূণ, বাণ হয় কি কেবল,
ভূষণ তোমাদের সাধিতে অঙ্গ শোভা ?
আর বাক্য বক্তৃতায় ভুলাইতে সভা ?
ন'লে পুত্র নষ্ট কেন অরাতি সমরে ?

যুধিষ্ঠির। বিস্তর নিন্দিলে পার্থ বলি কুবচন,
পুত্র শোক তাই ক্ষমা করি যে তোমারে,
অসম অন্যায় যুদ্ধে মরিল কুমার,
বলি শুন এবে পার্থ সব বিবরণ।
চলি যবে গেলে তুমি সংসপ্তক রণে,
রচিয়া অদ্ভুত ব্যূহ দ্রোণাচার্য্য বীর,—
অগ্রসরি আসে মোরে ধরিবার তরে ;
প্রতিব্যূহ করি সেনা আগুলি যে তায়,
দুর্দ্দম রণ প্রমত্ত দ্রোণ উপনীত।
কেহ নাহি আটিবারে পারিলাম হায় !
গগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ;
অবিরত সেনা নাশ ঘটিল প্রমাদ,
নিরুপায় ভাবিলাম সৈন্য রক্ষা হেতু !
অভিমন্যু অগ্রসর হইল তখন !
তবে আজ্ঞা দেই আমি, ভেদিল সে ব্যূহ,
তার প্রদর্শিত পথে সবে মিলি যাঁই,
অনায়াসে অভিমন্যু প্রবেশিল ব্যূহ ;
মো সবারে বাধা দিল ক্ষুদ্র জয়দ্রথ,
শিব বরে বলপ্রাপ্ত হইল অজেয়।
একাকী পড়িল পুত্র তাহার কারণ,
দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা,—
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি,
একে একে কুরুবীর পরাজিত সবে,

রথ, গজ, অশ্ব, বহু অসংখ্য পদাতি,—
দ্বিসহস্র রাজ পুত্র, বহু বীর আর—
সবারে বিনাশে পুত্র একাকী সমরে,
মৃগেন্দ্র শাবক যথা মৃগযূথ মাঝে!
অবশেষে সপ্তরথী ঘেরিল বালকে,
তাহারাও পরাজিত কুমারের রণে!
চতুর্থ বারেতে পুত্র হইল বিরথী,
অস্ত্র শূন্য শর বিদ্ধ পড়িল ভূমিতে;
দুঃশাসন পুত্র তবে সংহারিল তায়।

অর্জ্জুন। হা পুত্র! হা অভিমন্যু! হারাইনু তোমা!
অন্যায়ে মারিল তোমা কুরু কুলাধম।
হায়—হা—অভি—মন্যু কোথায়!—
কো—ও—থা—আ—আ—আ—

(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন)

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুনে ধরহে কৃষ্ণ রক্ষ এই বার,
উঠ পার্থ ত্যাজ মোহ হও হে সজ্ঞান,
কি কর যে ভীম বসি তোল ধনঞ্জয়ে!

(ভীম কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের উত্তোলন-
ক্রমে অর্জ্জুনের মুর্চ্ছাপনোদন—চক্ষু মিলিয়া।)

অর্জ্জুন। কই আমি, কোথা—আমি অর্জ্জুন!
আমার গাণ্ডীব কই—কই মোর তূণ?
দেখি যে সকলে হেথা রয়েছ বসিয়া;
অভিমন্যু ধনে আমি হয়েছি বিহীন।
অন্যায়ে মরেছে পুত্র কুরু সৈন্য হাতে,
কুরু কুলে পাপাশয় সব নরাধম।
অন্যায় করিল যুদ্ধ দ্রোণ বিদ্যমানে,
জানিলাম অধার্ম্মিক কুরুর সমাজ!
দুর্য্যোধন মহাপাপী তাহাদের মাঝে,

অন্যায় সমরে পুত্র করিল ঘাতন।
এক কালে সপ্ত রথী করিল সমর ;
এক কালে ক্ষিপ্ত বাণ সপ্ত ধনু হতে,
তরুণ বয়স্ক শিশু তাহার উপরে !
কোথা ছিলে তুমি ভীম কোথা তব গদা ?

ভীম। ব্যূহদ্বারে বদ্ধ মোরে করে জয়দ্রথ,
বার বার কত বার করিলাম রণ,
দুর্জ্জয় হইল ভাই জয়দ্রথ নীচ !
সমরে জিনিতে তারে না পারি কিছুতে,
গদার প্রহার কত মারিলাম মাথে,
অনায়াসে পরাজিল আমারে সমরে !
কাম্যবন কথা তুলি কত মন্দ কয়,
ভীমে বধিবারে হায় ! অবহেলে চায়,
উভয় সেনার মধ্যে আমি হারি রণে,
গলেতে ধনুক দিয়া করিল লাঞ্ছনা ;
গঞ্জনা কুবাক্য কত বলিল যে মোরে ;
বিদরিয়া যায় বুক স্মরিতে সে সব।
ব্যূহ মাঝে করে নাদ একাকী কুমার,
ত্বরা করি প্রবেশিব তাড়া তাড়ি করি,
মারা মারি হুড়া হুড়ি না পারি যাইতে,
এই মতে গেল দিন তাই শুন ভাই।

অর্জ্জুন। জয়দ্রথ হতে নষ্ট হইল কুমার,
জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ ! কই জয়দ্রথ ?
বিনাশি তাহারে, জ্বালা তবে শান্তাইব !

(জয়দ্রথ, জয়দ্রথ করিয়া অসি হস্তে ভ্রমণ—কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধারণ)

কৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও পার্থ এবে হইলে উন্মত্ত,
জয়দ্রথ ভ্রমে বুঝি ঘটাবে অনর্থ।

অর্জ্জুন। ওহে ধর্ম্ম রাজ আর ভীম সভাজন,
প্রতিজ্ঞা আমার এই কর অবধান,
সংহারিব জয়দ্রথে কালিকার রণে।
পাণ্ডব পক্ষীয় যদি হয় অভাজন,
অথবা ভজয়ে কৃষ্ণ ত্যাজি কুরু পক্ষ
তবে সে বাঁচিবে প্রাণে, নতুবা বিনষ্ট।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল যথা তথা থাকে
মারিব তাহারে আমি করিলাম পণ
অভিমন্যু বধ হেতু। সেই কুলাঙ্গার;
রক্ষিতে তাহারে কেহ নহিবে সক্ষম।
ইন্দ্র আদি দেব যদি পাইবে সহায়,
অথবা দানব দল, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ,
এ সকলে মিলি যদি রক্ষিবে তাহারে
মোহিত করিয়া সবে নাশিব পাপেরে
যদি আমি নাহি বধি কাল জয়দ্রথে,
মহাপাপ করি, নর যেবা গতি পায়,
সেই গতি হবে মোর জানিহ নিশ্চয়।
পিতৃ হন্তা, মাতৃ হন্তা, আর নর হন্তা,
গুরু দার, পর দার রত অযশস্বী,
ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী যে গচ্ছিতাপহারী,
পরস্বাপহারী আর সুবর্ণাপহারী,
বিশ্বাসঘাতকী, খল, নৃশংস, নিষ্ঠুর,
সাধু গুরু নিন্দারত, পরিবাদ দাতা,
পরশ্রী কাতর, দুষ্ট পর প্রপীড়ক,
বৃদ্ধ, দ্বিজ, গুরুজন অবমন্তা আর,
বঞ্চক, উৎকোচ গ্রাহী, মিথ্যাবাদী নর,
কৃতঘ্ন, পাপাত্মা, উপকারক নিন্দুক,
মৃত পূর্ব্ব স্ত্রী নিন্দুক, নিন্দুক পরের,

আশ্রিত ঘাক্যানুবর্ত্তী, সাধু পরিত্যাগী,
বান্ধব ভেদী, মর্য্যদা ভেদী, মদ্যপায়ী,
রাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, ভণ্ড নিশাচর,
অথবা অন্য যে পাপী আছয়ে সংসারে,
তাহাদের যেবা গতি, আর যেবা লোক,
সেই লোক গতি মোর ঘটিবে অবশ্য,
যদি কালি নাহি বধি জয়দ্রথে রণে।
পুনশ্চ প্রতিজ্ঞা মোর, শুন সর্ব্বজন,
দিবস থাকিতে আমি বধিব তাহারে।
জয়দ্রথ বধ বিনা যদি সূর্য্য অস্ত,
অর্জ্জুন ত্যাজিবে প্রাণ জ্বলন্ত পাবকে।

(সকলের প্রস্থান।)



পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(পাণ্ডব শিবির অন্তঃপুরে—রাত্রিকালে—সুভদ্রা)

সুভদ্রা। হত পুত্র আজ রণে, দারুণ বারতা,
অশনি সম্পাত সম শুনিনু শ্রবণে ;
তবু নাহি বাহিরিল প্রাণ দেহ হতে,
প্রিয় পুত্র প্রাণ পাখি উড়ি গেল চলি
শূন্য করি গৃহ মোর পিঞ্জর যেমন।
হারাইনু অভিমন্যু, আমি অভাগিনী,
একটী সন্তান মোর হায় রে আছিল !
বীর প্রসবিনী আমি যাহে বীর মাতা !
একটী রতন মোর অমূল্য ভাণ্ডারে,
এক মাত্র দীপ মোর এ ঘোর সংসারে,
অন্যায়ে মারিল পুত্র খল কুরুদল,
চৌর্য্যে যেন হরি নিল হায় রে বিধাতা
নিবাইল দীপ, অন্ধকার এ সংসার !
কার মুখ দেখি আর ধরিব জীবন।
কার স্মিত মুখচন্দ্র উজ্জলিবে আর
নাশিবেক অমা মোর চিত্তাকাশ হতে !

হেরিলে যাহারে হ'ত হৃদয় প্রফুল্ল,
উথলিত স্নেহ সিন্ধু হেরিলে যাহায়!
সুন্দর যাহার মূর্ত্তি, হেরি বার বার,
অতৃপ্ত রহিত চিত্ত পুনঃ দেখিবারে।
এ হেন সন্তান মোর হরিল বিধাতা।
হা পুত্র। কমল আঁখি, শৌর্য্য বীর্য্য শালী!
আর না দেখিব ফিরে তোমার সে মুখ?
আর না শুনিব কিরে অমিয় বচন?
আর না আসিবে তুমি হাসি মমপাশে।
সুন্দর তোমার মূর্ত্তি ভুলিব কেমনে!
স্মরিয়া তোমার গুণ বিদরিছে বুক।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কেন ভগ্নি কর শোক অভিমন্যু লাগি?
সম্মুখ সমরে পড়ি গেল স্বর্গপুর,
পিতৃগণ জয় হেতু মরিল নন্দন,
সাধিল যে পিতৃ কার্য্য। হায় মহাবল!
শোক করা তার লাগি নহে যে উচিত।

সুভদ্রা। কেমনে জানিব মোর মরিবে সন্তান,
তব ভাগিনেয়, আর পার্থের তনয়।
আমারে ত্যজিয়া পুত্র গেল যমালয়।
কেমনে ধরিব ধৈর্য্য? নাশে তারে রণে
কুরুগণে মিলি কৃষ্ণ, তোমরা জীবন্ত!

কৃষ্ণ। না দিনু সাক্ষাৎ তাই মরিল নন্দন
পরাক্রান্ত, বীর্য্যবন্ত, ধনুর্দ্ধর শূর।
একে একে কুরুযোদ্ধা যদি করে রণ,
নাহিবীর কুরু মাঝে, সংহারে তাহারে।
অন্যায় সমরে তাহে মিলি সপ্তরথী,

লভিতে কলঙ্ক হায়! বধে অভিমন্যু,
তাই বলি বরনারি ত্যাজ শোক ভার।

স্নভদ্রা। কেমনে সম্বরি শোক কহ ওহে কৃষ্ণ?
অবিরত পড়ে মনে পুত্র চাঁদ মুখ!
উথলি দহিছে চিত্ত সদা শোকানল,
কেমনে ভুলিব আমি অভিমন্যু ধনে
ধুলা ধুষরিত হায়! আজ তার অঙ্গ!
ভূমিতে পড়িয়া আছে! অভিমন্যু দেহ
শৃগাল কুকুরে হায় খায়! মাংস তার
নবনী জিনিয়া যার! অঙ্গ স্নকোমল।
উত্তরা সেবিত যার চরণ যুগল,
উত্তরা চুম্বিত, যার সেই মুখ চন্দ্র,
তাহা কিনা আজ কৃষ্ণ, শ্বাপদ দলিত!
আঘ্রাণি যে সললাট করি আশীর্ব্বাদ,
দাণ্ডায় তাহাতে আজ শকুনি গৃধিনী!
নীলোৎপল জিনি যার আয়ত নয়ন,
স্নেহ-বুদ্ধি-দীপ্ত, সদা চারু আভাযুক্ত
বুকে বসি পক্ষী তাহা খায় যে টানিয়া!
দুগ্ধ ফেন নিভ শয্যা যাহার শয়ন,
কঠিন মৃত্তিকা আজ তাহার আশ্রয়!
রণভূমে পুত্র মোর রয়েছে পতিত,
হেথায় জননী আমি অন্তঃপুরে বদ্ধ!
সন্তপ্ত যে চিত্ত মম পুড়িছে সর্ব্বদা!
ত্যাজিয়া জীবন হায়! নিবারিব জ্বালা
অপুত্রক আমি, এবে কুরুক্ষেত্র রণে।

কৃষ্ণ। কি লাগি ত্যাজিবে প্রাণ অর্জ্জুন রমণি!
ওগো বীর মাতা, হয়ে আমার ভগিনী

শোক করা হে সুভদ্রা। উপযুক্ত নয়,
স্বর্গগত পুত্র তব কহিনু নিশ্চয়।

সুভদ্রা। জানি আমি মহাবল আমার নন্দন,
জানি আমি ক্ষত্র ধর্ম্ম পালিল বালক,
জানি আমি সদ্‌গতি পাইল অর্জ্জুনি,
কিন্তু মাতৃ হৃদে শেল পশিল যে শোক!

(নেপথ্যে ক্রন্দন)

ঐ শুন বধূ কান্দে, বিরাট দুহিতা,
কি বলিয়া শান্ত আমি করিব তাহারে?
তাহার বৈধব্য দশা ঘটিল অচিরে,
কেমনে দেখিব আমি তাহারে নয়নে?
পতিহীনা সুকুমারী, নব পরিণীতা,
শোকার্ত্ত উত্তরা এবে কান্দিছে অপার।

(নেপথ্যে—ধর, ধর ভগিনী গো বধূ পড়ে ধর—)

দ্রৌপদী তাহারে দেখ, না পারে শান্তিতে।
(এলোকেশে উন্মত্ত উত্তরাকে ধরিয়া দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। হা প্রভু করুণাময় কেন হেন ভাগ্য!
সমরে পড়িল হায়, অভিমন্যু বীর,
অনাথিনী করি এই উত্তরা বালিকা;
অল্প কালে বৈধব্য যে ঘটিল ইহার।
কেমনে সহিবে বল নিদারুণ জ্বালা?

সুভদ্রা। জীবনে দেখিতে হ'ল কৃষ্ণ এই দশা!
সুভদ্রা ভুগিল ভাই এতেক যাতনা!
শীঘ্র দেহ সজ্জা করি, নাপারি সহিতে,
না পারি দেখিতে, আমি বধূর বৈধব্য!

ত্বরা করি সজ্জাকর প্রবেশি অনলে !
বিন্দুমাত্র স্নেহ যদি থাকে হে আমারে
বিলম্ব না কর আর। নিবার এ জ্বালা—
প্রজ্বলিত হুতাশনে জ্বলিয়া অচিরে।

উত্তরা। পাণ্ডব ভজয়ে তোমা, বলি দয়াময়,
অনাথের নাথ তুমি কৃষ্ণ, দীন বন্ধু !
তুমি হে থাকিতে মরে পাণ্ডবের পুত্র !
পাণ্ডব অজেয় জানি জগত সংসারে।
পাণ্ডব কুলাবতংশে বরিনু পতিত্বে,
কে জানে এমন হবে মরিবে অর্জ্জুনি ?
কেমনে বাঁচিব আমি হ'য়ে পতি হারা !
অনুমৃতা হ'ব কৃষ্ণ জ্বালি দেহ অগ্নি,
ভক্তজন বাঞ্ছা পূর্ণ সদা কর শুনি।
পার্থ প্রিয় পুত্র হত একি তব কার্য্য !
পতি মোর মরিয়াছে, উত্তরা বিধবা !
এখনও বাঁচিতেছি কি কঠিন প্রাণ !
অভিমন্যু স্বামী মোর পড়ে রণ ভূমে,
তাঁর কাছে যাব আমি কে বারিবে মোরে ?

(যাইতে চেষ্টা—দ্রৌপদী তাহাকে ধারণ)

(উচ্চৈঃস্বরে) কি হইল কি হইল বাহিরায় প্রাণ।
ছাড় গো শ্বাশুড়ী আমি যাব রণ ক্ষেত্রে,—
পদতলে বসি তাঁর সেবিব চরণ।

(দ্রৌপদী ও সুভদ্রা উত্তরাকে ধরিয়া তিন জনে রোদন)

কৃষ্ণ। সম্বর, সম্বর শোক দ্রৌপদী, সুভদ্রা—
বীর নারী হ'য়ে কেন তোমরা কাতর।
তোমরা করিলে শোক বধু বাঁচে কই,
পুত্র সম্ভাবিতা ঐ উত্তরা রমণী,

শোক করা তার এবে নহে যে উচিত।
গর্ভস্থত্বে শোক হয় অনিষ্টের মূল,
জানিয়া তোমরা যদি করিবে শোচন,
কেমনে ধৈরজ ধরে কাতরা বালিকা ?
তাই বলি হে সুভদ্রে চিত্ত কর শান্ত,
রাজেন্দ্র জন্মিবে পুত্র উত্তরার গর্ভে।

সুভদ্রা। সত্য কৃষ্ণ আর আমি না করিব শোক,
এবে শুন বাক্য মোর করি আশীর্ব্বাদ,—
স্বর্গ সুখ ভুঞ্জ পুত্র সদা অবিরত,
সদ্গতি তোমার এবে হইবে অবশ্য।
সুদুর্ল্লভ সুখ যত আছে স্বর্গপুরে,—
প্রাপ্ত তুমি অনায়াসে হবে সে সকল।
সেই গতি হবে তোর যাহা পায় নর,
পিতৃ, মাতৃ, দেব, দ্বিজ, গুরুজন ভক্ত
গুরু সুশ্রূষা, নিয়ত কৃতাত্মা, যাজ্ঞিক,
কৃতজ্ঞ, বদান্য, দাতা, ব্রত অনুরত,
বিনীত, সুশীল, নম্র, শুদ্ধ, সদাচার,
জ্ঞান তৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞধীমান,
নির্লিপ্ত, জীবন মুক্ত, দীনে দয়াবান,
ধর্ম্ম শীল, ক্ষমা শীল, পুণ্য আত্মা, সাধু,
পুন্য তীর্থ অবগাহী, ব্রহ্মচারী যেবা,
সর্ব্ব ভূতে সম দৃষ্টি করে যেই জন,
যাহারা না দেয় অন্যে মরম বেদনা,
মধু, মাংস, মদ, দম্ভ, যেবা করে ত্যাগ,
পর পীড়া, মিথ্যা কথা, ছল প্রবঞ্চনা,
অতিথি বিমুখ যেবা না করে কখন,
ধৈর্য্য রক্ষা করে যেবা সতত আত্মার,

হইয়া বিপন্ন ক্লিষ্ট দগ্ধ শোকানলে,
উপেক্ষি কামনা যেবা সাধয়ে কর্ত্তব্য,
এই সব নর কৃষ্ণ যেবা গতি পায়,
সেই গতি পাবে ধ্রুব আমার তনয়।

(সকলের প্রস্থান)



ষষ্ঠ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

:*:-

কুরু শিবিরে—রাত্রি কালে।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি উপস্থিত)

দুর্য্যোধন। হত পুত্র মম আজ কুরুক্ষেত্র রণে
প্রজ্বলিত যাহা মম বাসনা উদ্ভূত।
বিনাশি পাণ্ডবে রাজ্য করি নির্ব্বিবাদ
অখণ্ড ভারত রাজ্য অর্পিব কুমারে;
কত সাধ মনে ছিল সকলই বিফল!
অভিমন্যু রণে আজ আশার বিনাশ;
সুশোভিত বপু যার নানা অলঙ্কারে,
খচিত মণি, মণিক্যে, মুকুতা, কাঞ্চনে,
কারু সুখচিত ছত্র মস্তকাবরণ,
মুকুতা, প্রবাল, মণি, ঝলিত, ঝালরে,
এহেন ছত্রের তলে কেবা বিরাজিত?
ধুলির পটল এবে আবরণ তার!
মখমল বিমণ্ডিত সুবিচিত্র শয্যা,
তাতে শুয়ে যার নহে নিদ্রার আবেশ

কঠিন মাটিতে এবে চিরনিদ্রা সে যে,
কিংখাপে কাঞ্চন কারু বিচিত্র বসন
ধূলা ধূষরিত এবে পড়ে রণভূমে।
নানা আভরণ যুক্ত যার দাস দাসী,—
সঙ্গেতে যাহার সদা শত অনুচর,—
এহেন সন্তান মোর ভূমিতে পতিত!
ধূলা বিমণ্ডিত গাত্র অতি সুকোমল!
সহচর পাইয়াছে কুক্কুর শৃগাল!
বাণে নিপীড়িত হয়ে করি আর্ত্তনাদ,
মরিল সন্তান মোর আমার নিমিত্ত!

শকুনি। অভিমন্যু মারিয়াছ, পুত্র হস্তাতব,
সমরে পড়েছে সেই আমাদের বাণে,
তাহে কিহে মহারাজ হয় নাই শোধ?

দুর্য্যোধন। অভিমন্যু হত ভাই চিত্ত যে প্রসন্ন,
মম পুত্র রণে অদ্য মরিল অগ্রেতে;
পশ্চাতে মারিয়া তারে লভিনু প্রসাদ,
পাণ্ডব পেয়েছে মামা আজ পুত্র শোক,
অর্জ্জুনের প্রিয় পুত্র অভিমন্যু হত,
দারুণ পাইল ব্যথা হৃদয়ে পাণ্ডব।
স্মরিয়া মোদিত আমি, ভুলি পুত্র শোক,
দুঃশাসন পুত্র তব সাধিল যে কায,
বিনাশিয়া অভিমন্যু তুষিব কেমনে,
কেমনে শুধিব আমি তাহার সে ধার?
আশীর্ব্বাদ করি তারে করি বরদান,
কুরুক্ষেত্র রণ অন্তে ভারত সাম্রাজ্যে—
যুবরাজ করি তারে বরিব নিশ্চয়।

(চরের প্রবেশ)

কহ কহ ওরে দূত কি তোর বারতা,
পাণ্ডব শিবির হতে তোর আগমন ;
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম ভীরু করিছে কি চেষ্টা—
হস্তী মূর্খ বৃকোদর, শাস্তিতে অর্জ্জুনে ?
অর্জ্জুন আগত কিরে দেখিয়াছ তুমি ?
হত পুত্র আহা আজ কৃষ্ণের ভগিনী !
আমা উপেক্ষিয়া সেই বরিল অর্জ্জুনে,
অকালে মরিল পুত্র কুরুক্ষেত্র রণে।
রক্ষিতে তাহারে ক্ষম নহিল পাণ্ডব,
দুর্ব্বল পাঞ্চাল সহ মিলিয়া সকলে।
বৃথা, বৃথা জয় আশা, বৃথা বল, গর্ব্ব,
আর বৃথা তাহাদের রাজ্যপ্রাপ্ত বাঞ্ছা,
মম সহ রণে তারা হইবে বিনাশ।
কেমনে কাঁন্দিছে বল সুভদ্রা, দ্রৌপদী,
বিধবা বিরাট বালা, পার্থ, পুত্র, বধূ।

চর। ধরাসনে বসি আছে রাজা যুধিষ্ঠির,
অবিরত অশ্রুতার ঝরিছে নয়নে,
নীরব সকলে যত অনুচর রাজা ;
শোকার্ত্ত চিন্তিত সবে জানাবে কেমনে,—
হত পুত্র তার, পার্থে মর্ম্মভেদী বার্ত্তা।

দুর্য্যোধন। সুখ প্রদ-ওরে দূত তোর এ বারতা,
লহ পুরস্কার মাগ ভিক্ষা যাহা বাঞ্ছা।
ঐশ্বর্য্য, গোবৎস, হস্তী, আর ভোগ্য বস্তু,
মাগিয়া লভহ দূত যাহা অভিরুচি।
অদেয় তোমারে আজ নাহি কিছু মোর,
মাগ সুন্দরী রমণী বাঞ্ছা হয় যদি।

চর। প্রসন্ন আমারে যদি ওহে কুরুরাজ,
দেহ ভিক্ষা যাই চলি আপনার দেশে ;

কার্য্য নাহি মহারাজ, বলি হে অভয়ে,
ধন, জন, সুসম্পদ, অথবা ঐশ্বর্য্যে।
তব পক্ষে এই রণে না বাঁচিবে কেহ,
আশীবিষ তুল্য বাণে গাণ্ডিব নিক্ষিপ্ত,
জর্জ্জরিত হয়ে সবে মরিবে অচিরে।
কি ছার আমরা তবে ক্ষুদ্র চরগণ
জীবন্ত ফিরিতে দেশে আশা করি আমি,
দেহ বর অনুমতি চলি যাই দেশে;
গৃহেতে আছয়ে মোর প্রেয়সী গৃহিণী।
অর্থ লোভে হয়েছিনু তব অনুগত,
কে জানে পাণ্ডব এত যুদ্ধেতে প্রখর।
ঘোষিত সকলে রাজা কুরু অদ্বিতীয়;
কায নাই অর্থে মম ভ্রান্তি হ'ল দূর।

দুর্য্যোধন। দূর দূর ওরে দূত চলিয়া এখনি—
যথা ইচ্ছা তথা যাও অধম পামর।
বর অঙ্গীকার যেই রহিল জীবন,
নতুবা এখনি নষ্ট এই খড়্গাঘাতে।

শকুনি। সম্বর বর প্রসাদ ফিরাও আদেশ,
দেহ প্রতি আজ্ঞা প্রাণ বধিতে ইহার।
চণ্ডালে কর আরতি ছেদিতে শ্মশানে,
দেহ মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত, দেখিবে সকলে।
ভীরুচর মহারাজ না পোষ কদাচ।
আর এক বাক্য বলি কর অবধান,
রাখহে মিনতি নাশি ইহার জীবন।
দেখাও দৃষ্টান্ত ভীরু কাপুরুষ গণে,
কুরুপক্ষ ত্যাজি যেবা ইচ্ছিবে ফিরিতে,
ক্ষণস্থির নহে মুণ্ড স্কন্ধেতে তাহার।

(অনুচর সহ জয়দ্রথের প্রবেশ)।

জয়দ্রথ। দেহ আজ্ঞা কুরুরাজ যাই নিজ দেশে ;
সাধিলাম তব কার্য্য যথা সাধ্য মম।
রোধিলাম দ্বার তাই মরে অভিমন্যু,
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বধিবে আমারে।
অব্যর্থ হে পার্থ বাক্য মরণ নিশ্চয়।
কালিকার রণে আমি থাকিলে হেথায়,
চর জিজ্ঞাসিয়া এই জানিনু সংবাদ।
অপরাধ ক্ষম এর রাজা মতিমান।

দুর্য্যোধন। স্থির হও জয়দ্রথ ওহে বীর্য্যবন্ত ;
অর্জ্জুন লাগিয়া কেন এত তুমি ভীত ?
বীর শ্রেষ্ট ধনুর্দ্ধর বীর চূড়ামণি,
ক্ষত্র মণি হয়ে চাহ ত্যাজিতে সমর ?
নাহি বীর মম পক্ষে নিবারে অর্জ্জুনে !
ঐ দেখ কর্ণ বীর আস্ফালিছে কিবা,
সগর্ব্ব চাহিছে কিবা হায় ! তব পানে।

কর্ণ। বিনাশি অর্জ্জুনে আমি রক্ষিব তোমারে ;
কি ভয় অর্জ্জুনে তুমি কর বীরবর,
অর্জ্জুন বিনাশ হেতু আমার জনম।
প্রতিজ্ঞা আমার পার্থে বিনাশিব রণে ;
মম ভুজ পরাক্রম জান হে সকলই।
ধরি দিব্য বাণ আমি অর্জ্জুন ঘাতন
উৎসাহ অর্জ্জুন নাশে আমার বিপুল ;
তবে কিবা চিন্তা তব সিন্ধুরাজ সুত !

জয়দ্রথ। মিছা গর্ব্ব কেন কর্ণ কর মোর কাছে,
জানি হে সকলই আমি তব বীর পণা,
অর্জ্জুনে বধিবে তুমি বৃথা এ বারতা ?
বৃথা আস্ফালন বৃথা অহঙ্কার বাক্য,

একেশ্বর পার্থ শক্ত জিনিতে সকলে,
দারুণ প্রতিজ্ঞা তার মম বধ লাগি।
কে নিবারে ধনঞ্জয়ে ভাবি হায়! তাই—
তাই বলি শুন রাজা কর অবধান,
লুকায়ে রাখিব প্রাণ দেহ অনুমতি।

শকুনি। (দুর্য্যোধনের প্রতি।) না বধিলে চর তুমি না শুনিলে বাক্য,
তাই জয়দ্রথ ভীরু চায় পলাইতে,
সাক্ষাতে তোমার হায়! কুরুকুল রাজা।

দুর্য্যোধন। (শকুনির প্রতি।) ভয় পাইয়াছে মামা এবে জয়দ্রথ।
ক্ষান্ত হও জয়দ্রথ শুনি চর মুখে।

জয়দ্রথ। নহিল বিশ্বাস রাজা মম বাক্য প্রতি?

দুর্য্যোধন। কি বলি প্রতিজ্ঞা পার্থ, করে সভা মাঝে,
কহ চর কি শুনিলে, করে কি মন্ত্রণা?

চর। দুরন্ত বারতা প্রভু ভীষণ প্রতিজ্ঞা।
অভিমন্যু হত শুনি অন্যায় সমরে,—
গর্জ্জিল অর্জ্জুন যথা গর্জ্জে মেঘ মালা,
ঝঞ্ঝা-বাত সহ মিলি অশনি ঘর্ষণে;
অথবা মৃগেন্দ্র সিংহ শাবক বিনাশে;
অজাগর গর্জ্জন বা নিরাশ ভক্ষণে।
গর্জ্জিল ভীষণ পার্থ নিন্দিল রাজায়।
শোক সন্তপ্ত চিত্ত চক্ষু ক্রোধ-দীপ্ত,
নিষ্কাশিত অসি হস্ত মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।

শকুনি। (হাস্য করত।) আপনি মরিল পার্থ শুন দুর্য্যোধন,—
অর্জ্জুন বিনষ্ট বলি জানহে সকলে।
নির্ব্বিরোধে রাজ্য তব হবে নিষ্কণ্টক;
আপনি মরিল শত্রু তব ভাগ্যোদয়!

দুর্য্যোধন। কি যুক্তি উদয় মামা তোমার মানসে,
কিসে এত হাস্যোদয় হৃদয় প্রফুল্ল ?
কি যুক্তি করিলে মামা মন্ত্রণা কুশল,
সুরক্ষিত কুরুকুল তব বুদ্ধি বলে।

শকুনি। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা শুনি হৃষ্ট মম মন,
সবে মিলি কর রক্ষা কাল জয়দ্রথ
দিবা ভাগে কল্য যেন না পায় সাক্ষাৎ।
লুকাইয়া সৈন্য মাঝে রাখহ উহারে,
দিন গত কোন ক্রমে হইলে রাজন,
অর্জ্জুন ত্যাজিবে প্রাণ সত্য বাক্য লাগি।
আপনা হইতে যদি মরিল অর্জ্জুন,
পাণ্ডব বিজয় তব ঘটিবে সহজে।
সহজেতে জয়দ্রথ যদি নাহি রয়,
বান্ধিয়া গোপনে তারে রাখহ নিশ্চয়।

দুর্য্যোধন। ভাল যুক্তি বটে মামা ধন্য তব বুদ্ধি,
শান্ত হও কর স্থির চিত্ত বীরবর।
অর্জ্জুনে এতেক ভয় কিসের লাগিয়া ?
ক্ষত্র কুলে জন্ম তব সিন্ধু রাজ সুত,
সমর ত্যাজিতে বাঞ্ছ, হয়ে ক্ষত্রমণি!
সমবেত কুরুক্ষেত্রে যত রাজগণ,
হাসিবে সকলে আর ঘোষিবে অখ্যাতি,
নিন্দিত হইলে চিত্তে জন্মিবে গ্লানি
কেমনে সহিবে বাক্য নিন্দনীয় অতি।
জয়দ্রথ পলাইল শুনি পার্থ পণ,
এই কি বীরত্ব, শোর্য্য, ক্ষত্র ধর্ম্ম, একি ?
নাহি বল তব ভুজে, নাহি বাণ তুণে ?
গুণ কিহে নাহি বীর তোমার ধনুকে ?

নহে বাণ তূণে তব সুতীক্ষ্ণ প্রখর ?
অব্যর্থ সন্ধান তব নহে দূর ভেদী ?
শ্রমে অনালস কিহে নহে তব দেহ ?
শ্রম করা নহে কিহে অভ্যাস তোমার ?
তবে কি কারণে চাহ ত্যাজিবারে রণ ?

শকুনি। বৃথা কিহে ক্ষত্র নাম ধর নরবর,
বৃথা বাণ ক্ষেপ হায়! জীবন যাপান!
পলায়ে গোপনে রাজা রাখিবে জীবন,
শৃগাল সদৃশ হায় করি লুকা লুকি ?
তাই বলি ক্ষান্ত হও, শুন মন্ত্রসার।
যাই চল যথা গুরু, করিতে মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন। চল তবে সবে যাই গুরু বিদ্যমানে,
কি বলেন আচার্য্য হে শুনিগে সত্বর।

(সকলের প্রস্থান।)



ষষ্ঠ অঙ্ক।

——ঃ-*-ঃ——

২য় গর্ভাঙ্ক।

——ঃ*ঃ——

পাণ্ডব শিবির—শয়নাগার—প্রভাত কাল

(যুধিষ্ঠির শয়ান—বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ)

বন্দীদ্বয়। সমস্বরে।) উঠ, উঠ মহারাজ ধর্ম্মরাজ ওহে,
প্রভাত হইল এবে এ সুখ শর্ব্বরী,
প্রাচী দিগালোক ময় দেখ যে জাগিয়া,
নিদ্রাত্যাগি প্রবোধিত হওহে রাজন,
কত আর সুখস্বপ্ন দেখছে প্রভাতে,
স্মিত বিকাশিত তব বদন প্রফুল্ল,
দেহ কান্তি দিব্য তেজ রয়েছে সম্পন্ন
শ্রমালস্য বিদূরিত সুষুপ্তি সম্ভোগে,
বিদূরিত শোকভার লঘু এবে চিত্ত
নিদ্রাদেবী সহ বাসে সুজ্ঞান প্রসন্ন,
উম্মিলি নয়ন দেখ অরুণ উদয়।
ভয়ঙ্কর বাক্যে পার্থ করিল প্রতিজ্ঞা,
জয়দ্রথ না বিনাশি যদি সূর্য্য অস্ত,

নিশ্চয় ত্যাজিবে প্রাণ প্রবেশি অনলে।
একটী হীরক খণ্ড উষাদেবী ভালে,
প্রাচী দিগ উজ্জ্বলিল আকাশ মণ্ডলে,
সুমন্দ হিল্লোলে বহে প্রভাত সমীর
নিত্য কর্ম্ম আয়োজন রয়েছ প্রস্তুত ;
ষোড়শোপচারে পূজ নিজ ইষ্ট দেবে।
বীরগণে মহারাজ উঠি কর আজ্ঞা।
সমরে বিনাশি শত্রু উদ্ধারিতে রাজ্য,
লভ নিজ রাজ্য রাজা জিনি কুরুরাজে
আদরে পালহ প্রজা দেব দ্বিজ ভক্ত ;
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানী তুমি, তুমি ধর্ম্ম রত,
দেবগণ অনুকূল তোমার উপরে,
ধর্ম্ম অনুসারে জয় কর পাপশত্রু।
অচিরে ধর্ম্মের রাজ্য প্রাপ্ত হও তুমি,
তব রাজ্যে সুখী সদা যত প্রজাবর্গ,
না জানিবে শোক দুঃখ তোমার শাসনে,
তুমি রাজা ধর্ম্মশীল সদা দানে রত
ধন দান, রত্ন দান, গোদান ব্রাহ্মণে,
অভিমত গৃহ দান ভোগ্য বস্তুসহ।
দণ্ডার্হে যে দণ্ড দান না করে বিশেষ,
বিপন্নে অভয় দান বর দান পাত্রে,
উপকারী হও তুমি সর্ব্বদা পরের,
সরল হৃদয় তব আর চেষ্টা যত,
সরলতা ময় তুমি দয়ার্দ্র পুরুষ।
পর পীড়া না জানিবে তব প্রজাগণ,
স্বচ্ছন্দ তোমার রাজ্যে থাকিবে সকলে ;
কৃতাত্মা পুরুষ তুমি হে নর শার্দ্দুল।
ঐ শুন প্রভাতে রব করে পাখী সব

বিগত রজনী এবে ওহে ধর্ম্মরাজ,
ধর্ম্ম হেতু ভুঞ্জিলে যে অশেষ ক্লেশ,
এবে দুঃখ নিশাগত আমা অন্ধকার,
উদিল ভাস্কর ঐ আসে সুখ দিন,
জাগরিত হও রাজা বন্দী করে গান।

(প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

—:*:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাণ্ডব শিবিরে—সভাতলে—প্রাতঃকালে।

(সিংহাসনে শুক্ল বেশ ধারী রাজা যুধিষ্ঠির দক্ষিণে কৃষ্ণ, বামে ভীম, ও অন্যান্য বীরগণ, ছত্র দণ্ড ধারী ও অন্যান্য ভৃত্য বর্গ ও সুশ্রী যুবা পুরুষ দ্বয়।)

যুধিষ্ঠির। সুখেতে যামিনী সবে করেছে যাপন,
সুপ্রভাতে সুপ্রসন্ন জ্ঞান সকলের,
দুরন্ত দানব যুদ্ধে ওহে জনার্দ্দন!—
দেবগণ জয়ী যথা অগ্রে করি ইন্দ্রে,
তেমতি জয় আশা পাণ্ডবগণ আশে,
পাণ্ডব ভরসা তুমি, তোমার সহায়ে।
অবিদিত নাহি কিছু কেশব তোমার,
যত দুঃখ পাই মোরা হতে কুরুরাজ;
সমরে বিজয় আর যত সুখ ভোগ,
সকলই নির্ভর এবে তোমার উপর।
ভকত বৎসল তুমি ওহে দয়াময়,
সদা চিত্ত রহে যেন তোমাতে প্রসন্ন।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ, যেন তব বরে,
অসীম কুরুসাগরে তুমি মাত্র ভেলা,
দয়া করি পার কৃষ্ণ করিবে তাহাকে।
দেখ যেন নাহি মরে পাণ্ডব তরণী,
প্রবল বহিবে ঝড় ওহে কর্ণধার।

কৃষ্ণ। ত্রিলোকে তেজস্বী নাহি অর্জ্জুন সমান,
অমর্ষী রণ বিক্রান্ত বহু বীর্য্যশালী,
হারায় সবায় যুদ্ধে নাহি আঁটে কেহ;
ধনুর্দ্ধর তার তুল্য নাহি যে কোথায়;
অর্জ্জুন বধিবে আজি দিব্য খর শরে,
ক্ষুদ্রাশয় জয়দ্রথ পামর পাপিষ্ঠে;
বিজয়ী ফিরিবে পার্থ নাশিয়া অরাতি,
হও হে ঐশ্বর্য্যশালী, বিশোক, বিজ্বর।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

(যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে—তিনি উত্থান পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শিরঘ্রাণ করত;—)

যুধিষ্ঠির। যে দেখিছে কান্তি তব অর্জ্জুন প্রসন্ন,
দিব্য তেজোময় মূর্ত্তি সাহস প্রফুল্ল,
জয়লাভ কর আজ কল্যাণে আমার।

অর্জ্জুন। অবধান মহারাজ আর সভাজন,
অদ্ভুত স্বপন দেখি গত রাত্রিকালে,
গগণে হইলে নিশা দ্বিতীয় প্রহর,
নিদ্রা অভিভূত আমি আছিলাম ঘোর,
তবে কৃষ্ণ আসি মম উদিল শিয়রে;
কহিলেন বাণী অতি ললিত মোহন,—
"উঠ পার্থ কত আর সুখে নিদ্রা যাও"

তখনি উঠিয়া তারে করি সম্ভাষণ,
নিদ্রাবিষ্ট আমি, কৃষ্ণ ধরি মম হস্ত,
উঠিল গগণে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধতর তবে,
উড়ি দুইজনে ভেদিলাম অম্বর ঘোরান্ধ,
স্তরে স্তরে মেঘমালা এড়িলাম কত,
বিদ্যুদ্দাম বিকশিত কাদম্বিনী তবে,
তাহা ভেদী আর ঊর্দ্ধে উঠি নরনাথ,
হেরিলাম গ্রহরাজ্য ভাস্কর প্রদীপ্ত,
তবে সে নক্ষত্র রাজ্য তার পর কিবা,
রবাব মৃদঙ্গ বাদ্য মুগ্ধ করে হায়!
তাহা সহ মিশি কিবা পশিল শ্রবণে,
সুরবালা কণ্ঠগীত বীণা বিনিন্দিত,
দীপ্ত তবে নভমার্গ তাড়িত উজ্জ্বল,
উপনীত তবে হই হিমাদ্রি শিখরে,
সিদ্ধ চারণগণ করিছে বিহার;
কতক্ষণে পাই তবে কৈলাস ভূধর,
হর বিলাসের স্থান পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ,
পিশাচ পেরেত ভূত খেলিছে তথায়,
শান্ত মূর্ত্তি দীপ্তিমান আনন্দ বিহ্বল,
মোহ মুগ্ধ আমি, কৃষ্ণ ধরিয়াছে বাহু,
তাই কেহ না নিবারে, আমরা দুজনে,
উত্তরিনু তবে তথা বিহারেন যথা,
পার্ব্বতীর সহ দেব দেব মহাদেব।
মনোহর পুষ্পোদ্যানে ফুল শয্যা পরে,
রচিত কুসুম মালা অস্থিমালা সহ,
গল বিলম্বিত হয়ে বিতরে সুগন্ধ।
কেমনে বর্ণিব আমি হর গৌরী রূপ!
আদ্যাশক্তি গিরিবালা রমণীর শ্রেষ্ঠ,

সুসুন্দরী মনোরমা গিরীশ মোহিনী,
গিরীশ দেবতা শ্রেষ্ঠ রজত গিরিরূপে,
মহাদ্যুতি দিব্যকান্তি শান্ত মূর্ত্তি হর।
ভক্তি সহকারে মোরা নমিনু তাঁদের
কর যোড়ে দাণ্ডাইনু উভয়ের অগ্রে।
স্তবে তুষ্ট আশুতোষ প্রসন্ন দম্পাতী,
কৃষ্ণে চাহি বলিলেন মধুর বচন ;
কি লাগি রজনী যোগে হেথা আগমন,
বিস্তারিয়া কহ কৃষ্ণ কেন পার্থ সহ ?
তবে কৃষ্ণ কহিলেন বাণী ভক্তি যুক্ত,
কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছে আরম্ভ,
কিছু নহে অবিদিত সকলি প্রত্যক্ষ,—
অন্যায় সমরে মিলি হায় সপ্তরথী,
নিরস্ত্র একাকী পুত্র বধে অভিমন্যু
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ শোক, ক্রোধ, মোহ,
জয়দ্রথে বিনাশিবে দিবার ভাগেতে।
পড়ি স্তব মাগিলাম যথা কৃষ্ণশিক্ষা,
তুমি দেব মহাদেব তুমি বিরুপাক্ষ,
কণ্ঠেদেশে অস্থি মালা ভস্মের ভূষণ,
ফণীগণ বিভূষিত সদা সর্ব্ব অঙ্গ,
শ্মশান নিবাস ভূমি শব লয়ে খেলা,
গাঁজা ভাঙ্গ অহিফেন সতত ভক্ষণ,
ঢুলু ঢুলু করে সদা নয়ন তোমার।
ঘরেতে নাহিক অন্ন নাহি যে সম্বল,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভীষণ মোহন,
কটি তটে সর্প হয় তাহার বন্ধন।
কিন্তু অন্যে বর দিতে সদত প্রসন্ন,
তব বরে বলবান হয়ে জয়দ্রথ,

দুরন্ত সমরে হায় নিবারে পাণ্ডবে,
তাই সে অন্যায়ে হত আমার নন্দন;
মাগি পাশুপত অস্ত্র ওহে দয়াময়,
আমারে প্রসন্ন যদি ওহে মহাদেব,
অদূরে সুসরোবরে দেখালেন শিব,
আশীবিষ ফণী দুই খেলিছে সলিলে,
দেখিয়া নির্ভয়ে আমি ধরিলাম তাহা।
শর শরাসন হ'ল দেবের প্রসাদে,
দিব্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল দিব্য আভাযুক্ত!
তবে তুষ্ট মহাদেব কহিলেন বাণী,
লহ পার্থ ঐ উহা পাশুপাত অস্ত্র;
মন্ত্র পূত করি তুমি ছাড়িলে ঐ বাণ,
জয়দ্রথ বধ কাল হইবে অবশ্য।
পেয়ে বর মনোমত নমস্কারি দোহে,
ফিরিলাম নিদ্রাবেশে আমরা দুজন।
অপুর্ব্ব স্বপন দেখি কৃষ্ণ অনুগ্রহে,
সুদৃঢ় ভরসা মোর আছে কৃষ্ণ প্রতি,
কৃষ্ণ সহায় সদা কৃষ্ণ বুদ্ধি বল;
দেহ আজ্ঞা নর বর যাই তবে রণে,
অগ্রে করি বাসুদেবে, মঙ্গল নিদান,
অর্জ্জুন সারথি যিনি হন নিজগুণে,
প্রসন্ন যদ্যপি মহারাজ নারায়ণ,
কি ভয় সমরে তবে সর্ব্বত্র বিজয়।

যুধিষ্ঠির। মহাদেবে নমস্কার কর সর্ব্বজন,
পাণ্ডবের জয় আশা দেব অনুগ্রহে,
যাও পার্থ রণে—কৃষ্ণ রক্ষ ধনঞ্জয়ে;
কি আর অধিক তোমা বলিব হে আমি;

পাণ্ডব সহায় তুমি তোমার ভরসা,
আর যত বীর সব যাও যুদ্ধ স্থলে।
(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অপরাহ্নে—কুরুসেনা মধ্যে—অগ্নি প্রস্তুত আয়োজন

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন। সর্ব্বদিন যুদ্ধ করি পরিশ্রান্ত এবে,
তবু নাহি পাইলাম জয়দ্রথে দেখা ;
বার ক্রোশ ব্যাপী সৈন্য কুরুর সাজনি,
উত্তরিনু এতদূর নহিল সাক্ষাৎ।
পাণ্ডু পুত্র সখা তুমি পাণ্ডবের বুদ্ধি,
ঐ দেখ অস্তাচলে গেল দিনমণি!
না বধিনু জয়দ্রথে বাক্য ব্যর্থ মোর,
অভিমন্যু বধ শোক রহিল হৃদয়ে,
জয়দ্রথ হত বার্ত্তা না শুনিল ভদ্রা ;
প্রিয় প্রিয়জন যত হতেছে স্মরণ,
সন্তাপ বাড়িছে কৃষ্ণ বিলম্বিছি যত।
ত্বরাকরি কর ওহে অগ্নি প্রজ্বলন,
সত্য বাক্য লাগি আমি ত্যজিব জীবন,
কুরুসেনা মাঝে আজ মরিল অর্জ্জুন
ঘোষিবে সংসার কথা কৃষ্ণে বলি সখা,
বিপদ উদ্ধার তার নারিল কেশব।
আকাশে উঠুক শিখা জ্বলুক অনল,
দেখুক সকলে আজ মরিতেছে পার্থ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশি জীবন্ত!

কৃষ্ণ। প্রজ্বলিত তুষানল দেখহে প্রচণ্ড,
আর দেখ যত ঐ আসে কুরুগণ।
(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। জ্বলিত অনল পার্থ প্রবেশ এখন,
বাক্য সত্য কর বীর ধরম ধ্বজিন,
কোথা ভীম এবে আসি দেখুক এখানে,
ভাই তার মরে এই জ্বলিয়া অনলে।
অদ্যকার যুদ্ধে ভীম বধে ভ্রাতৃগণে,
এক শত ভ্রাতা মধ্যে দুটী মাত্র বাকী,
একে একে ভাতৃ শোক পশিল হৃদয়ে।
দারুণ ব্যথিত আমি মর্ম্মেতে পীড়িত,
এবে আসি দেখ ভীম মরে তব ভ্রাতা !
—ক্ষণেক অপেক্ষা কর ডাকি আমি ভীমে,
ভীম না দেখিল যদি তোমার মরণ,
কেমনে সহিব বল আমি ভ্রাতৃশোক ?

কৃষ্ণ। আপনি মরিছে পার্থ নিজ সত্য লাগি,
তাই কি আনন্দ রাজা তোমার এতেক ?
এতক্ষণ কোথাছিলে লুকায়ে আপনা,
কোথা তব জয়দ্রথ দেখুক আসিয়া।
না বধি তাহারে পার্থ বিনাশে আপনা,
সত্য চ্যুত নহে কভু পাণ্ডব সংসারে !

অর্জ্জুন। (স্বগত) মরিব, মরিব কিন্তু কি হয় মরিলে ?
কেহ নাহি জানে হায় ! কি হয় মরিলে ?
দেহেরবিনাশ না—না—রূপান্তর মাত্র ?
প্রিয় জন প্রিয় বন্ধু মৃত্যুতে বিচ্ছেদ
আশা, অভিলাষ যত, সকলই বিলোপ ;
জীবের কামনা, ভোগ, সংসর্গ আনন্দ,

আশার বিনাশ মৃত্যু, সংসার রহস্য ;
ভ্রাতা, পুত্র, পরিবার, পরিজন যত—
সবারে ছাড়িয়ে আমি যাই যমঘরে।
আমি—আমি—কেবা আমি আমি কোথাকার ?
দেহ ঘটে আমি থাকি, মরিলাম আমি ;
আমার অভাব আমি না পারি ভাবিতে।
আমার সত্ত্বার আমি না দেখি ইয়ত্বা !
কিন্তু তবে মৃত্যু কেন এত ভয়ঙ্কর ?
কি হয় মরিলে, কেবা জানে হে নিশ্চয় !
সন্দেহ পীড়িত চিত্ত প্রিয় পরিত্যাগে।
মৃত্যুর যাতনা স্মৃতি সবার স্মরণ।
স্মৃতির বিলোপ যদি হয় মৃত্যুকালে,
সকলই ফুরায় স্মৃতি হইলে বিলুপ্ত।
কিন্তু যদি রহে স্মৃতি, মৃত্যু ভয়ঙ্কর !
কৌরবে জিনিয়া রাজ্য, করি নিষ্কণ্টক,—
কর্ণ শকুনিরে বধি, বধি দুর্য্যোধনে,—
উদ্ধারি ধর্ম্মের রাজ্য দিব ধর্ম্মরাজে।
ভষ্মীভূত সব আশা দেহের সহিত !
জ্বলিছে অনল আর দহিছে হৃদয়।
—কিন্তু—কেন কিন্তু, হায় ! মরিব নিশ্চয়।
করিয়াছি পণ আমি, ফিরিবার নয় !
অভিমন্যু সহ দেখা ঘটিবে অবশ্য।

কৃষ্ণ। অই দেখ ধনঞ্জয়, আসে জয়দ্রথ,
হাস্য বিকশিত মুখ হায়রে তাহার।

(জয়দ্রথের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। না বিলম্বি আর কৃষ্ণ, প্রবেশি অনলে ;
জয়দ্রথ স্মিতানল না পারি দেখিতে ;
বিদ্রূপি হাসিছে দেখ কুরুগণ যত !

কর্ণ। আপনি মরিবে পার্থ আপনার দোষে,
কেন যে প্রতিজ্ঞা তুমি করিলে দুরন্ত,
আপনার সাধ্য যেই না বুঝে সংসারে।
বিদ্রূপ তাহার ভাগ্যে, গঞ্জে সর্ব্বজন;
মরিবে মরহে পার্থ কে বারিবে তোমা ?
আক্ষেপ আমার কিন্তু রহিল জীবনে,
সমরে সংহার তব নহে মমহস্তে!

অর্জ্জুন। কে কারে সংহার করে দেখিতাম ভাই,
দিবাকর যদি এবে থাকিত উদিত।

জয়দ্রথ। মর পার্থ অগ্নি মাঝে কিসের বিলম্ব,
মায়া মুগ্ধ তুমি কিহে সত্যবাদী বীর ?

অর্জ্জুন। প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত থাকি এতক্ষণ,
দিবা অন্তে গর্জ্জ আসি যেমন শৃগাল!
সত্য লাগি মরি আমি দেখুক সকলে,
গাণ্ডিব আমার সখা হবে মৃত্যুকালে।

(অগ্নি নিকটে ধনুক ধরিয়া অগ্রসর)

কৃষ্ণ। ত্যাজ শোক ধর বাণ মধ্যম পাণ্ডব,
পশ্চিম গগণে ভানু ঐ দেখ উদিত!
মেঘ অন্তরিত এবে বধ জয়দ্রথ।

(আকাশ প্রতি সকলের দৃষ্টি।)

অর্জ্জুন। আর কোথা যাবে তুমি পাষণ্ড, পামর,
কেবা তোমা রক্ষে এবে এই বাণঘাতে।

(বাণে হত হইয়া জয়দ্রথের মৃত্যু)

চল ফিরি নারায়ণ যথা যুধিষ্ঠির,
তুষিতে জানায়ে বার্ত্তা জয়দ্রথ বধ।

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।